স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় সংস্করণ

আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৩১

 [মূল্য ॥৵০ দশ আনা

নিবেদন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে ১ হইতে ১৯, ২১ হইতে ২৪, ২৭, ২৯ হইতে ৩১, এবং ৩৩, ৩৪ সংখ্যক পত্রগুলি কাশীর প্রসিদ্ধ জমিদার, ভক্ত ও সুপণ্ডিত ৺ প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত। তখন ঠাকুরের অদর্শন ঘটিয়াছে এবং পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ স্বামিজী সাধনভজনোদ্দেশ্যে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তখনও তিনি আমেরিকায় যান নাই। স্বামিজীর জীবনের এই অংশ তাঁহার ভক্ত মাত্রেরই আলোচনার যোগ্য।

দুই একখানি পত্রে তিনি কোন্ সময় কোথায় ছিলেন শুধু তাহাই জানা যাইবে। অবশিষ্ট পত্রগুলিতে পাঠক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও উপদেশ পাইবেন। আশা করি পত্রাবলীর অন্য দুই খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডও সাধারণের মনোরঞ্জন করিবে।

ফাল্গুন, ১৩২২ — ইতি প্রকাশকস্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

এই সংস্করণে পুস্তকখানি উত্তমরূপে সংশোধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ৺ প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত পত্রগুলি স্বামিজী লিখিত মূল পত্রগুলির সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও দুই চারিটী ভুল যাহা পূর্ব্ব সংস্করণে রহিয়া গিয়াছিল, তাহা সংশোধিত হইয়াছে। উক্ত মিত্র মহাশয়কে লিখিত আর পাঁচখানি ক্ষুদ্র পত্রও এবার সংযোজিত হইল। ঐগুলিতে বিশেষ কিছু উপদেশ নাই বলিয়া প্রথম সংস্করণে ছাপান হয় নাই। এবার প্রকাশের উদ্দেশ্য,—উহাদের দ্বারা স্বামিজীর প্রথম পরিব্রাজক জীবনের গতিবিধির অনেকটা সঠিক সংবাদ উদঘাটিত হইতে পারে। যাহা হউক ঐ পত্র কয়েকখানি তারিখ অনুসারে সন্নিবেশ করার দরুণ পত্রগুলির সংখ্যা-বিপর্য্যয় হইয়াছে। এই সংস্করণে ১ হইতে ২৩, ২৫ হইতে ২৮, ৩১, ২৮ হইতে ৩৬ এবং ৩৮, ৩৯ সংখ্যক পত্রগুলি ৺ প্রমদাবাবুকে লিখিত।

মাঘ, ১৩২৬

ইতি
প্রকাশকস্য।

পত্রাবলী।

তৃতীয় ভাগ।

(১)

বৃন্দাবন।

১২ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

মান্যবরেষু—

শ্রীঅযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়াছি। কালাবাবুর কুঞ্জে আছি—সহরে মন কুঞ্চিত হইয়া আছে। শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। তাহা সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে। হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকে, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়। আপনার এস্থানে আসিবার কি হইল? শীঘ্র উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমধিকেনেতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বৃন্দাবন।

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

মহাশয়েষু—

আমার এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কেদার ও বদরিকাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ—দুইবার তিব্বত ও ভুটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অতি আনন্দে আছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শীতকালে কন্‌খলে ছিল। আপনার প্রদত্ত করোয়া তাহার হস্তে আজিও আছে। সে ফিরিয়া আসিতেছে—এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বার গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম। আপনার সমীপচারী সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণটীকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন, অলমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বরাহনগর মঠ।

১৯শে নভেম্বর, ১৮৮৮।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার হৃদয়ের পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত লিপি পাঠ করিয়া আনন্দপূর্ণ হইয়াছি। মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসীশিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনত-মস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছেন। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহি-তাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না

হইলে বৈদিকভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। লঘু অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এবিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এবিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি। মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ কোনও ব্যক্তি সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন—তাহা দুই খণ্ড প্রেরণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আমার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে—ভরসা দুই তিন মাসের মধ্যে মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া সার্থক হইব। কিমধিকমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৮।

প্রণাম নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের প্রেরিত পাণিনি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি—আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি পুনরায় জ্বরে পড়িয়াছিলাম—তজ্জন্য শীঘ্র উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মহাশয়ের শারীরিক এবং মানসিক কুশল মহামায়ীর নিকট প্রার্থনা করি। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

নমস্য মহাশয়—

কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্য আমার মন অতি সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এমন সময়ে আপনার

আমাকে অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি আমার গুরুদেবের জন্মভূমি দর্শনার্থ গমন করিতেছি, তথায় কয়েক দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইব। কাশীপুরী ও কাশীনাথ দর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্ম্মিত। আমার শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমার প্রণাম। যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। কিমধিকমিতি। সাক্ষাতে সমুদয় জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

মহাশয়,—

৺কাশীধামে যাইবার সংকল্প ছিল এবং আমার গুরুদেবের জন্মভূমি পরিদর্শনান্তর কাশীধামে পৌঁছিব—এইরূপ কল্পনা ছিল, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ উক্ত

গ্রামে যাইবার পথে অত্যন্ত জ্বর হইল এবং তৎপরে কলেরার ন্যায় জ্বর ভেদবমি হইয়াছিল। তিনচারি দিনের পর পুনরার জ্বর হইয়াছে—এক্ষণে শরীর এ প্রকার দুর্ব্বল যে, দুই কদম চলিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব বাধ্য হইয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না, কিন্তু আমার শরীর এ পথের নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহা হউক শরীর বিশেষ বড় কথা নহে। কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই মহাশয়ের চরণ দর্শন করিবার অভিলাষ আছে। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে, আপনিও আশীর্ব্বাদ করুণ। জ্ঞানানন্দ ভায়াকে আমার প্রণাম ও মহাশয়ও জানিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২১শে মার্চ্চ, ১৮৮৯।

পূজনীয় মহাশয়,—

কয়েক দিবস হইল আপনার পত্র পাইয়াছি—কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই,

ক্ষমা করিবেন। শরীর এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহাদি কোন উপসর্গ নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছি। অধুনা কাশী যাইবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীরগতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন হইবে। জ্ঞানানন্দ ভায়ার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন—যেন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকেন। আমার যাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও জ্ঞানানন্দকে দিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(৮)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বরাহনগর।

২৬শে জুন, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

বহুদিন আপনাকে নানা কারণে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা গ—জীর সংবাদ পাইয়াছি। আমার কোন গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন।

আমাদের এস্থান হইতে চারিজন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন,—গ—কে লইয়া পাঁচজন। শি—নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ—এইস্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসরে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের শতকরা ৯০ জন লামা, কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ—আহারীয় অন্য কিছু নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গ—তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল। আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৯)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে গ—কে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ, তাঁহারা আমাদের পত্র দিতে-ছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব্ব অবস্থার কোন আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্য-নাথের নিকট) একটি বাংলা ক্রয় করিয়াছেন। ঐস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেখানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

৺কাশীধাম গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই

কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়—আর মহাশয়ের সহিত একদিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্ম্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি।" (শকুন্তলা)

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৫।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও

কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা, দুর্ব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন, কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.—গীতা। (১)

---

(১) অপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান্ হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূর-পরাহত হইয়া যায়—

For "we have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen." *

—Imitation of Christ.

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা—

বলরাম বসুর বাটী, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

যেমন সমুদ্রে বহু নদনদী হইতে অবিশ্রান্ত জল প্রবেশ করে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তেমনি সমস্ত কামনা যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, যাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন; যিনি কামনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন তিনি নহেন। গীতা—২, ৭০।

* কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও—যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তিঃ!—ঈশা অনুসরণ।

১০

ঈশ্বরো জয়তি।

কলিকাতা।

১৪ই জুলাই, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়,—

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। এরূপ স্থলে অনেকেই সংসারের দিকে টলিতে উপদেশ দেন। মহাশয় সত্যাগ্রহী এবং বজ্রসারসদৃশ হৃদয়বান্—আপনার উৎসাহবাক্যে পরম আশ্বাসিত হইলাম। আমার এ স্থানের গোলযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে—কেবল একটী জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছি—অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইবে আশা আছে। তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ৺কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।

*　　*　　*　　*

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

(১১)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর, কলিকাতা।

৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

প্রায় এক সপ্তাহের অধিক হইল আপনার পত্র পাইয়াছি, সেই সময় পুনরায় জ্বর হওয়ায় উত্তরদানে অসমর্থ ছিলাম, ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মাস দেড়েক ভাল ছিলাম, কিন্তু পুনরায় ১০।১২ দিন হইল জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছি। গুটিকতক প্রশ্ন আছে, মহাশয়ের বিস্তৃত সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞান—উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। সত্যকাম জাবালি এবং জানশ্রুতির কোন উপাখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সওয়ায় বেদের অন্য কোন অংশে আছে কি না?

২। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যের অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্ব্বে অজগরোপাখ্যানে এবং উমা-মহেশ্বর সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্ব্বে, যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না?

৩। পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে—বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারাবাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে ?

৪। আচার্য্য, শূদ্রে যে বেদ পড়িবে না—এ প্রকার কোন প্রমাণ বেদ হইতে দিতে পারেন নাই। কেবল "যজ্ঞেঽনবকৢপ্তঃ" ইহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যখন যজ্ঞে অধিকার নাই তখন উপনিষদাদি পাঠেও অধিকার নাই। কিন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এস্থলে ঐ আচার্য্যই বলিতেছেন যে, অথ শব্দ "বেদাধ্যয়নানন্তরম্"—এ প্রকার অর্থ নহে, কারণ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ না পড়িলে যে উপনিষদ্ পড়া যায় না, ইহা অপ্রামাণ্য, এবং কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিতে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মক বেদ না পড়িয়াই উপনিষদ্ পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। যদি যজ্ঞে ও জ্ঞানে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিল, তবে শূদ্রের বেলা কেন "ন্যায়পূর্ব্বকম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আচার্য্য আপনার বাক্যকে ব্যাহত করিতেছেন ? কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না ?

মহাশয়কে কোনও খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত Imitaton of Christ (ঈশা অনুসরণ) নামক একখানি পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য্য।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পূর্ব্বে পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(১২)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের শেষ পত্রে আপনাকে উক্ত অভিধান দেওয়ায় কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন! কিন্তু তাহা আমার দোষ নহে, মহাশয়ের গুণের। পূর্ব্বে এক পত্রে আপনাকে লিখিয়াছিলাম যে, মহাশয়ের গুণে আমি এত আকৃষ্ট যে, বোধ হয় আপনার সহিত জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ ছিল। আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রার্থনা করি, আজকালিকার

মানভিখারী, পেটবৈরাগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমীদের মধ্যে লক্ষের মধ্যেও যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা একজন হউন। আপনার গুণের কথা শুনিয়া আমার সকল ব্রাহ্মণ-জাতীয় গুরুভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

মহাশয় আমার প্রশ্ন কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চিরঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মতে জাতি যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টানদের দ্বারা যে প্রকার হেলট্‌দের উপর, অথবা মার্কিন দেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ, আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম্ম-প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম্ম্য ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আসিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সকল

বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব। চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না—অতএব আপনাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; আমাকে বালক এবং অজ্ঞ জানিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন, রুষ্ট হইবেন না।

১। বেদান্তসূত্রে যে মুক্তির কথা কহে, তাহা এবং অবধূতগীতাদিতে যে নির্ব্বাণ আছে, তাহা এক কি না?

২। "সৃষ্টিবর্জ্জং" ইত্যাদি সূত্রে পুরো ভগবান্ কেহই হয় না, তবে নির্ব্বাণ কি?

৩। চৈতন্যদেব পুরীতে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন, তাহা বুঝি না—ইহা সত্য নাকি? প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেবের সহিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এ বিষয়ে অনেক বিচার হয়, তাহাতে চৈতন্যদেব জয়ী হন। চৈতন্যদেব-কৃত এক ভাষ্য নাকি উক্ত প্রকাশানন্দের মঠে ছিল।

৪। আচার্য্যকে তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে; প্রজ্ঞাপারমিতা নামক বৌদ্ধদের মহাযান গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য

আছে। পঞ্চদশীকারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ শূন্য ও আমাদিগের ব্রহ্ম একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি?

৫। বেদান্তসূত্রে বেদের কোনও প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদপ্রামাণ্য "পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্" বলিয়া; ইহা কি পাশ্চাত্য ন্যায়ে যাহাকে Argument in a circle (১) বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে?

৬। বেদান্ত বলিলেন,—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সাংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, সেইখানেই তর্কজালে তাহা-দিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মত স্থাপনেই পাগল; এত বড় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (২) তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না?

৭। ন্যায়-মতে "আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ"; ঋষিরা আপ্ত ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক-তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত

---

(১) 'চক্রক'—যাহার বলে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থন করা।

(২) সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল—গীতা।

হইতেছেন কেন? যাঁহারা বলেন,—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকী পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

৮। ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে যদি শুভাশুভ কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? নরেশ-চন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

"কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে (মা)
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে॥"

৯। সত্য বটে, বহু বাক্য এক আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা (১) "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" ইত্যাদি (২) দুই একটী বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

১০। যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?

---

(১) মধুপর্ক বৈদিক প্রথা—ইহাতে গোবধের প্রয়োজন হইত।

(২) অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন—কলিকালে এই পাঁচটি ক্রিয়া বর্জ্জন করিবে।

১১। তন্ত্র বলেন,—কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল : মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব?

১২। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন যে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে—আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন; ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে, মহাশয়ের প্রসাদে ছিন্নদ্বৈধ হইব আশা করিয়া পরে সেগুলি লিখিব। এ সকল কথা সাক্ষাৎ না হইলে সমস্ত বলা যায় না এবং আশানুরূপ তৃপ্তিও হয় না। গুরুর কৃপায় শীঘ্রই ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। ইতি—

শুনিয়াছি, বিনা সাধনায় শুদ্ধ যুক্ত্যাদি-বলে এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(১৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের দুইখানি পত্র কয়েক দিবস হইল পাইয়াছি। মহাশয়ের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যে তর্ক যুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য তাহাই—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি (১)। তবে কি না আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভক্ ভক্ ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন। বোধ হয়, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব—ঈশ্বর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(১) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাবর পুরুষকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

—মুণ্ডকোপনিষদ্। ২, ২।৮

(১১)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার।

৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

অনেকদিন আপনার কোনও পত্রাদি পাই নাই; ভরসা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। সম্প্রতি আমার দুইটি গুরুভ্রাতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন। একটির নাম রা—ও অপরটির নাম সু—। প্রথমোক্ত মহাশয় আমার গুরুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। যদি সুবিধা হয়, ইঁহারা যে কয়দিন উক্ত ধামে অবস্থান করেন, কোনও সত্রে বলিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার সকল সংবাদ ইঁহাদের নিকট পাইবেন। আমার অসংখ্য প্রণামের সহিত—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

গ—এক্ষণে কৈলাসাভিমুখে যাইতেছেন। পথে তিব্বতীরা তাঁহাকে ফিরিঙ্গীর চর মনে করিয়া কাটিতে আসে—পরে কোন কোন লামা অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া

দেয়—এ সংবাদ তিব্বতযাত্রী কোন ব্যবসায়ী হইতে পাইয়াছি। লাসা না দেখিলে আমাদের গ—র রক্ত শীতল হইবে না। লাভের মধ্যে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—একরাত্রি তিনি অনাচ্ছাদনে বরফের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর, কলিকাতা।
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম—পরে রা—র পত্রে তাঁহার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও জানিলাম। আপনার রচিত pamphlet (পুস্তকা) পাইয়াছি। Theory of conservation of energy (জগতে শক্তির অপক্ষয় নাই—এই মতবাদ) আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপে এক প্রকার scientific (বৈজ্ঞানিক) অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামবাদ। আপনি ইহার সহিত শঙ্করের

বিবর্ত্তবাদের যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। জর্ম্মাণ transcendentalist দের (১) উপর স্পেন্সারের যে বিদ্রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না; তিনি স্বয়ং উহাদের প্রসাদভোজী। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গাফ্ (Gough) সম্যক্‌রূপে হেগেল বুঝেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনার উত্তর অতি pointed তীক্ষ্ণ) এবং thrashing (অকাট্য)।

দাস

বিবেকানন্দ।

(১৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

বৈদ্যনাথ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

বহুদিবস চেষ্টার পর বোধ হয় এতদিনে ভবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। দুই একদিনেই ৺কাশীধামে ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইব।

---

(১) যাঁহারা বলেন,—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-নিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ আরও একরূপ জ্ঞান আছে।

এস্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক-দিবস আছি—কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবার "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" (১) প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।

দাস
বিবেকানন্দ।

(১৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

৺প্রয়াগধাম।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

দুই একদিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সংবাদ পাই,

(১) "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

তাহাতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এইস্থানে মাঘ মাসে কল্পবাস করি। আমার মন কিন্তু 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আপনাকে দেখিবার জন্য মন অতি চঞ্চল। দুই চারি দিবসের মধ্যে ইঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইয়া যাহাতে বারাণসীপুর-পতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অ—সরস্বতী নামক আমার কোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী যদি আপনার নিকট আমার তত্ত্ব লইতে যান, বলিবেন যে, শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি। তিনি অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বাঁকীপুরে ফেলিয়া আসিয়াছি! রা—ও সু—কি এখনও কাশীতে আছেন? এ বৎসর কুম্ভের মেলা হরিদ্বারে হইবে কি না, ইহার তথ্য লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কিমধিকমিতি।

অনেক স্থানে অনেক জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও পণ্ডিত দেখিলাম, অনেকেই অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—

অত ভাল আর কোথাও লাগে না। দেখি কাশীনাথ কি করেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঠিকানা—

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটী, চক, এলাহাবাদ।

---

(১৮)

ঈশ্বরো জয়তি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী,

গোরাবাজার, গাজীপুর।

শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

অদ্য তিন দিন যাবৎ গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি; স্থানটি অতি মনোরম। অদূরে গঙ্গা আছেন, কিন্তু স্নানের বড় কষ্ট—পথ নাই, এবং বালির চড়া ভাঙ্গিতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যে মহানুভবের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—এস্থানে আছেন। অদ্য ইনি ৺কাশীধামে যাইতেছেন, কাশী হইয়া কলিকাতা

যাইবেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে (১) দেখা—তাহা এখনও হয় নাই! অতএব দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় Westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি Western idea (পাশ্চাত্যভাব) মাত্রেরই উপর খড়গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ওসকল idea (ভাব) বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে। বিশ্বনাথ এই সকল দুর্ব্বলহৃদয়কে রক্ষা করুন। পরে বাবাজীকে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিব। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ভগবান্ শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামী ও পাপ মনে করে; অহো ভাগ্য!

১) গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী বাবা

(১৯)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ীর বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিম্‌নিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই। লোক বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন ; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ৺কাশীধামে যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম ; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।

(২০)

ওঁ বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি এবং বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিব না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২১)

বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। বাবাজী আচারী বৈষ্ণব, যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্ত্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়কটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ স্থুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন; যখন উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যই পওহারী বাবা বলে। মধ্যে একবার ৫ বৎসর একবারও গর্ত্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন; কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। এবার কিন্তু দেখা দেন না, তবে দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন Direct (মুখামুখি) প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন 'দাস ক্যা জানে'? তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জেদাজিদি করাতে বলিলেন যে, "আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে

কৃতার্থ করুন।” এপ্রকার কখন কহেন না; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্ম্মকাণ্ডও করেন—পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্যান্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে গর্ত্তে যাইবেন না নিশ্চিত। অনুমতি কি লইব, Direct উত্তর দিবেন না। “দাসকে ভাগ্য” ইত্যাদি ঢের বলিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ চলিয়া আইস্থন। ইহার শরীর যাইলে বড় আপশোষ থাকিবে—দুই দিনে দেখা করিয়া (অর্থাৎ আড়াল হইতে কথা কহিয়া) যাইতে পারিবেন। আমার বন্ধু সতীশবাবু অতি সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করিবেন। আপনি পত্র পাঠ চলিয়া আইস্থন, ইতিমধ্যে আমি বাবাজীকে বলিব।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এপ্রকার মহাপুরুষের জন্য কোন কষ্টই বৃথা হইবে না নিশ্চিত। অলমতি-বিস্তরেণ।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২২)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার শারীরিক অস্বস্থতা শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আমারও কোমরে একপ্রকার বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং যাতনা দিতেছে। বাবাজীকে দুই দিন দেখিতে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে আমার খবর লইতে একব্যক্তি আসিয়াছিল—অতএব আজি যাইব। আপনার অসংখ্য প্রণাম দিব। আগুন বাহির হয়, অর্থাৎ অতি অদ্ভুত গূঢ় ভক্তির কথা এবং নির্ভরের কথা বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখনও দেখি নাই। কোনও মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(২৩)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গত কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে শ—ভায়ার পত্রখানি পাঠাইতে বলিতে ভুলিয়াছি বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গ—ভায়ায় এক খানি পত্র পাইয়াছি। তিনি এক্ষণে কাশ্মীর, রামবাগ সমাধি, শ্রীনগরে আছেন। আমি Lumbagoতে (কোমরের বাতে) বড় ভুগিতেছি ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

রা— ও সু—ওঁকার, গির্ণার, আবু, বম্বে, দ্বারকা দেখিয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে আছে।

(২৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

প্রাণাধিকেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অতি প্রীত হইলাম। তিব্বৎ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব—সংস্কৃতে তিব্বৎকে উত্তরকুরুবর্ষ কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমি এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। তিব্বতী লোক-দিগের আচার ব্যবহার তুমি ত কিছুই লিখ নাই—যদি এত আতিথেয়, তবে কেন তোমাকে যাইতে দিল না? সবিশেষ লিখিবে—সকল কথা খুলিয়া, একখানি বৃহৎ পত্রে। তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।

তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার

বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর; উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল, এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন বৌদ্ধগণ নির্বীর্য্য হইল, তখনই কুমারিল্ল ভট্ট দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাঙলার মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) স্ত্রীসম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত ব্যাখ্যা করে। ফল এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্ম্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে "অমিতাভ বুদ্ধম্" মানে, তাহাকেও ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়াছে। ফল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে অমিতাভ বুদ্ধম্ ইত্যাদি মানে, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতাদিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে Everything for

others ("যাহা কিছু সব পরের জন্য"—এইমত) তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছি, ঐ Phase of Buddhism (বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ঐ ভাব) আজকাল ইউরোপকে বড় strike করিয়াছে। ইউরোপের বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, ঐ Phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে—এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম্ম উপনিষদে জাতি-বিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাণে তাঁহার মহত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গূঢ়ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্ম্মবাদ, তাহা Jew (য়াহুদী) প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man (প্রথম ব্যক্তি), যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মত রহিল, সেই তাঁহার অন্তঃকর্ম্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্ত্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হুকুম। সেই জাতিও ছিল, তবে গুণগত

হইল (বুদ্ধের সময় জাতিভেদ যায় নাই), সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে পাষণ্ড বলা। (পাষণ্ডটা বৌদ্ধদের বড় পুরাণ বোল, তবে কখনও বেচারারা তলোয়ার চালায় নাই, এবং বড় toleration [উদারভাব] ছিল।) তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্ম্মের প্রমাণ?—বিশ্বাস কর ! !—যেমন সকল ধর্ম্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মত। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational (কত মহত্তর এবং অধিকতর যুক্তিপূর্ণ) ! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন,—জগতে দুঃখ দুঃখ—পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব?—কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এ দিক্ দিয়ে যান না—তিনি বলেন সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব,—দুঃখ আছে, কি, কি আছে ; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব—জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ, তা ত প্রাণ ভরে গ্রহণ করিতেছি—আমি কি পশু যে, ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-

জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব—জানিবার জন্য জ্ঞান দিব—এজগতে জানিবার কিছুই নাই—অতএব যদি এই relative এর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে —যাকে শ্রীবুদ্ধ প্রজ্ঞাপারম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন— যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে I do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য্য heart (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই, কেবল dry intellect (শুষ্ক জ্ঞানবিচার)—তন্ত্রের ভয়ে, mobএর (ইতর লোকের) ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাত শুদ্ধ কেটে ফেল্লেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলে পুঁথি লিখ্‌তে হয়—আমার তত বিদ্যা ও আবশ্যক, দুইয়েরই অভাব।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে limited (সীমাবদ্ধ) করিবার শক্তি নাই। তুমি যে "সূত্তনিপাত" হইতে গণ্ডার সূত্ত তর্জ্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম! ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার আর একটী ধনীর সূত্ত আছে, তাহাতেও প্রায় ঐ ভাব। ধর্ম্মপদমতেও ঐ

প্রকার অনেক কথা আছে। কিন্তু সেও শেষে, যখন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ" (১)—যাহার শরীরের উপর অণুমাত্র শরীর-বোধ নাই তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী এক জায়গায় বসিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে তখন ঐ প্রকার আচরণ করিবে—সে দূর—বড় দূর।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথীষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্যঃ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ (২)

—শঙ্করাচার্য্য।

(১) গীতা।
(২) বিবেকচূড়ামণি।

—ব্রহ্মাজ্ঞের ভোজন চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন এবং যে পথে যাইতে বেদ শেষ হইয়াছে, তথায় সঞ্চরণ করিতেছেন। বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্ত, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে, তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর। ইতি—

বিবেকানন্দ।

. .

(২৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গ—ভায়াকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়া ও কোন স্থানে বসিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া এবং তিব্বতে কি কি সাধু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার

ব্যবহার কি প্রকার, সবিশেষ লিখিতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই পত্রের সহিত আপনার নিকট পাঠাইতেছি। কা—ভায়ার (অভেদানন্দের) হৃষীকেশে পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে—তাঁহাকে এস্থান হইতে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি—উত্তরে যদি আমার যাওয়া আবশ্যক তিনি বিবেচনা করেন, এস্থান হইতে একেবারেই হৃষীকেশে যাইতে বাধ্য হইব, নতুবা দুই এক দিনের মধ্যেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। মহাশয় হয় ত এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন—কথাও তাই বটে। তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে—তাহা হইয়া গেলে আপনা আপনি খসিয়া যাইবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটুকু duty (কর্ত্তব্য) বোধ আছে। সম্ভবতঃ কা—ভায়াকে এলাহাবাদে অথবা যেস্থানে সুবিধা হয়, পাঠাইয়া দিব। আপনার চরণে আমার শত শত অপরাধ রহিল, "পুত্রস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" (১) কিমধিকমিতি।

দাস বিবেকানন্দ।

---

(১) আমি আপনার পুত্র, আপনার শরণাগত, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

(২৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

Lumbago (কোমরের বাতে) বড় ভোগাইতেছে, নহিলে ইতিপূর্ব্বেই যাইবার চেষ্টা দেখিতাম। এস্থানে আর মন তিষ্ঠিতেছে না। তিন দিন বাবাজীর স্থান হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার খবর লয়েন। কোমর একটু সারিলেই বাবাজীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছি। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(২৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম

প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে। শ—কে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, আজিও উত্তর আইসে নাই—এমন স্থান, টেলিগ্রাম আসিতেও এত দেরী! কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি "উল্টা সমঝ্লি রাম"! —কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন!! বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি; শীঘ্রই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন

না, আবার গগন বাবু (ইঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন, অতি ধার্ম্মিক, সাধু এবং সহৃদয় ব্যক্তি) ছাড়েন না। টেলিগ্রামে যদ্যপি আমার যাইবার আবশ্যক হয়, যাইব; যদ্যপি না হয়, দুই চারি দিনে কাশীধামে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। আপনাকে ছাড়িতেছি না—হৃষীকেশে লইয়া যাইবই, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। শৌচের কথা কি বলিতেছেন? পাহাড়ে জলের অভাব—স্থানের অভাব!! তীর্থ এবং সন্ন্যাসী কলি-কালের!! টাকা খরচ করিলে, সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্থানের কা কথা!! কোনও গোল নাই, এত দিনে গরম আরম্ভ হইয়াছে, তবে কাশীর গরম হইবে না—সে ত ভালই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা চিরকাল, তাহাতে নিদ্রা উত্তমরূপ হইবারই কথা।

আপনি অত ভয় পান কেন? আমি guarantee (দায়ী), আপনি নিরাপদে ঘর ফিরিবেন এবং কোনও কষ্ট হইবে না। ব্রিটিশ রাজ্যে কষ্ট ফকিরের, গৃহস্থের কোনও কষ্ট নাই, ইহা আমার experience (অভিজ্ঞতা)।

সাধকরে বলি—আপনার সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ? এক চিঠিতে আমার সকল resolution (সঙ্কল্প)

ভেসে গেলে, আবার সব ফেলে গুটি গুটি কাশী চলিলাম। ইতি—

গ—ভায়াকে ফের এক চিঠি লিখিয়াছি, এবার তাঁহাকে মঠে যাইতে বলিয়াছি। যদি যান, অবশ্যই কাশী হইয়া যাইবেন ও আপনার সহিত দেখা হইবে। আজ কাল কাশীর স্বাস্থ্য কেমন? এস্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল উপসর্গ সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কন্ কন্ করে এবং জ্বালাতন করিতেছে—কেমন করিয়া বা পাহাড়ে উঠিব, ভাবিতেছি। বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—

"অপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ইতি শ্রীরামপ্রসাদ।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই,

সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন; অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা।*

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান্ রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি,—

* পাতঞ্জলে ঠিক এই সূত্রটী নাই। "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ।

হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন্ কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুঃ—পত্রপাঠ উত্তর দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(২৮)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৮ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইলাম, অতএব আমিও প্রয়াগ যাইতেছি। আপনি প্রয়াগে কোথায় থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

দুই এক দিনের মধ্যে অভেদানন্দ যদ্যপি আইসেন,

তাঁহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলে অত্যন্ত অনু-গৃহীত হইবে।

বিবেকানন্দ।

---

(২৯)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চ মাস।)

প্রাণাধিকেষু—

কল্য তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে পওহারীজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্ত্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্ত্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদ্‌খত্‌ দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা ত Gymnastics (কুস্তি)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজ-

যোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাঙ্গলা ঘর আছে; ঐ ঘরে থাকিব। উক্ত বাগান বাবাজীর কুটীরের অতি নিকট। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকেন, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায়, দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্ব্বতারোহণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত (Lumbago)—হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে উঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজী কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক।

আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।

তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশ বাবু অথবা গগনবাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নাম মাত্রেই সকলেই বলিবে, এবং তাঁহার আশ্রমে

যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে। মোগলসরাই ছাড়াইয়া দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া Branch Railway (শাখা রেল) একটু আছে; তাহাতে তারিঘাট—গাজীপুরের আড়পারে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়।

এক্ষণে আমি গাজীপুরে কিছুদিন রহিলাম; দেখি, বাবাজী কি করেন। তুমি যদি আইস, দুইজনে উক্ত কুটীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে পাহাড়ে বা যেথায় হয়, যাওয়া যাইবে। আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহ-নগরে কাহাকেও লিখিও না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

---

(৩০)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চ।)

প্রাণাধিকেষু—

এইমাত্র তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম—হিজিবিজি বহু কষ্টে বুঝিলাম। পূর্ব্বের পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তুমি যে

নেপাল হইয়া তিব্বতের পথ বলিয়াছ, তাহা আমি জানি। যে প্রকার তিব্বতে সহজে কাহাকেও যাইতে দেয় না, ঐ প্রকার নেপালেও কাটামুণ্ড রাজধানী ও দুই এক তীর্থ ছাড়া কাহাকেও কোথাও যাইতে দেয় না। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এক্ষণে নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, বৎসর বৎসর যখন নেপাল হইতে চীন দেশে রাজকর যায়, সে সময় লাসা হইয়া যায়। একজন সাধু যোগাড় করিয়া ঐ রকমে লাসা, চীন এবং মাঞ্চুরিয়ায় (North of China [উত্তর চীন])—তারাদেবীর পীঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। উক্ত বন্ধু চেষ্টা করিলে আমরাও মান্য ও খাতিরের সহিত তিব্বৎ, লাসা, চীন, সব দেখিতে পারিব। অতএব তুমি অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আইস। এথায় আমি বাবাজীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া, উক্ত বন্ধুকে চিঠি পত্র লিখিয়া নেপাল হইয়া নিশ্চিত তিব্বতাদি যাইব। কিমধিকমিতি। দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া গাজীপুরে আসিতে হয়। দিলদারনগর মোগলসরাই ষ্টেশনের তিন চার ষ্টেশনের পরে। এথায় ভাড়া যোগাড় করিতে পারিলে, পাঠাইতাম; অতএব তুমি যোগাড় করিয়া আইস। গগনবাবু—যাঁহার আশ্রমে আমি আছি—এত ভদ্র, উদার এবং হৃদয়বান্

ব্যক্তি যে কি লিখিব। তিনি কা—র জ্বর শুনিয়া হৃষীকেশে তৎক্ষণাৎ ভাড়া পাঠাইলেন এবং আমার জন্য আরও অনেক ব্যয় করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার তাঁহাকে কাশ্মীরের ভাড়ার জন্য ভারগ্রস্ত করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে জানিয়া নিরস্ত হইলাম। তুমি যোগাড় করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আইস। অমরনাথ দেখিবার বাতিক এখন থাক্। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩১)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্ব্বার চলিয়া যাইব। গ—ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিয়দ্দূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব, সে স্থান হইতে পত্র লিখিবার কোনও সুবিধা নাই। এই জন্যই আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গ—ভায়া

বোধ করি আসিতেছেন, না হইলে আমার পত্রের উত্তর আসিত। অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছ সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই মায়া-সমাচ্ছন্ন—আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল, কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্ট মিষ্ট বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন। আপনাকে কি বলিব, আমি আপ-নার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্যাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কৃত বলিয়া সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। অভেদানন্দের রক্তামাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এস্থান হইতে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে ফিরিয়া যাইতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরুভ্রাতারা

আমাকে অতি নির্দ্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্র কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আমার হয়। আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—প্রিয় ডাক্তারের বাটী সোণারপুরাতে অভেদানন্দ আছেন। আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৩২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

২রা এপ্রেল, ১৮৯০।

ভাই কা—

তোমার, প্রমদাবাবুর ও বা—র হস্তাক্ষর পাইয়াছি। আমি এস্থানে একরকম মন্দ নাই। তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও বড় ঐরূপ হয়, সেই

ভয়েই যাইতে পারিতেছি না—তার উপর বাবাজী বারণ করেন। দুই চারি দিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভয় এই—তাহা হইলে একবারে হৃষীকেশী টানে পাহাড়ে টানিয়া তুলিবে—আবার ছাড়ান বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে। কোমরের বেদনাটাও কিছুতেই সারে না—বালাই। তবে অভ্যাস পড়ে আস্‌ছে। প্রমদা বাবুকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবে, তিনি আমার শরীর ও মনের বড় উপকারী বন্ধু ও তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যাহা হয় হইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

(৩৩)

(সম্ভবতঃ গাজীপুর হইতে, এপ্রিলের
প্রথম সপ্তাহে লিখিত।)

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়, বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ

বৈরাগ্য হয়, মহাশয়কে বলিব; আপনিও যদি কিছু পান, আমি ভাগীদার আছি মনে রাখিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৩৪)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

বরাহনগর।

১০ই মে, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বহুবিধ গোলমালে এবং পুনরায় জ্বর হওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। অভেদানন্দের পত্রে আপনার কুশল অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গ—ভায়া বোধ হয় এতদিনে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ স্থানে এ সময়ে যমরাজ বহু বন্ধু এবং আত্মীয়কে গ্রাস করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি। নেপাল হইতে আমার কোন পত্রাদি বোধ হয় আইসে নাই। বিশ্বনাথ কখন এবং কিরূপে আমাকে rest (বিশ্রাম) দিবেন জানি না। একটু গরম কমিলেই এ স্থান হইতে পলাইতেছি, কোথা যাই বুঝিতে

পারিতেছি না। আপনি আমার জন্য ৺বিশ্বনাথ সকাশে প্রার্থনা করিবেন, শূলী যেন আমাকে বল দেন। আপনি ভক্ত, এবং "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ" ইতি ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে বিনয় করিতেছি। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

২৬শে মে, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বহু বিপদ্‌ঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তাযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে "দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লঙ্ঘন করিতে

পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিবান্ হইয়াও অকৃতার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবক-মণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভার-প্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা—কিন্তু সে বেড়ান মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা অপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নিদেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী

বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

৫। নানা কারণে ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতির যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগি শিষ্যমণ্ডলী university men (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির

সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে ?

৭। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্য-বৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০৲ টাকা দিয়াছিলেন ; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভি-প্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাঁহারা সন্ন্যাসী ; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের

একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার যদি অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্ম্মিক ধনবান্‌দিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তান-দিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভূত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal (আদর্শ) ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দ্দৈবম্।"

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র

সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি, আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।

১২। যদি বলেন যে ৺কাশী আদি স্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না, কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান্ এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন। এ দেশের লোকের কিছুই নাই, পশ্চিম দেশের লোকের, বিশেষ ধনীদিগের, এ সকল কার্য্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনা হয় উত্তর দিবেন। গ—আজিও পৌঁছান নাই—কালি হয়ত আসিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিতে বড়ই উৎকণ্ঠা। ইতি—

পুঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩৬)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৪ঠা জুন, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা। আমরাও এস্থানে ওস্থানে দুই চারিজন করিয়া ছড়াইতেছি। গ—ভায়ার দুইখানি পত্র আমিও পাইয়াছি—ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া গগন বাবুর বাটীতে আছেন এবং গগনবাবু তাঁহার বিশেষ সেবা ও যত্ন করিতেছেন। আরোগ্য হইয়াই আসিবেন। আপনি আমাদের সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ জানিবেন। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—অভেদানন্দ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন।

ইতি—

বি—

(৩৭)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

বাগবাজার, কলিকাতা।

৬ই জুলাই, ১৮৯০।

প্রিয়—

তোমাদের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শুনিতে পাই, আলমোড়া এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, তথাপি তোমার জ্বর হইয়াছে; আশা করি, ম্যালেরিয়া নহে। —র নামে যা লিখিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যে তিব্বতে যাহা তাহা খাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। * * আর টাকা তোলার কথা লিখিয়াছ—সে ব্যাপারটা এই—তাহাকে মাঝে মাঝে উদাসী বাবা নামে এক ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিতে এবং তাহার রোজ বার আনা, এক টাকা করিয়া ফলাহার যোগাইতে হইত।—বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ব্যক্তি একজন পাকা মিথ্যাবাদী, কারণ, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত প্রথম যায়, তখনই সে তাহাকে বলিয়াছিল যে, হিমালয়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। আর—এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস এবং স্থান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে পুরাদস্তুর মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়াছিল, কিন্তু তথাপি

তাহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। তা—ইহার সাক্ষী। বাবাজীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ পাইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার এবং তা—র সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইতেই সে উদাসীর উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই উদাসী প্রভুর এত রাগ। আর পাণ্ডারা—সে পাজীগুলা একেবারে পশু; তুমি তাহাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিও না।

আমি দেখিতেছি যে,—এখনও সেই আগেকার মত কোমল-প্রকৃতির শিশুটীই আছে, এই সব ভ্রমণের ফলে তাহার ছট্‌ফটে ভাবটা একটু কমিয়াছে; কিন্তু আমাদের এবং আমাদের প্রভুর প্রতি তাহার ভালবাসা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।—নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ।

শুধু এমন একজন লোক চাই, যাহাকে সে আপনা হইতে ভক্তিভাবে মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই সে একজন অতি চমৎকার লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

আমার দেশে আসিবার অথবা গাজীপুর পরিত্যাগ করিবারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কা—র পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং ব—র আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতা টানিয়া আনিল। দেখিতেছ, তাহারা দুই জনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেল।—

মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা জোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা এবং—আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।

আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্য্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটী তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটীই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা মনে করিলেই হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই দুই চারিজনের অধিক লোক জ্ঞানলাভ করে না, এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরাণ চাল, জানই ত। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের যে ধারণা, তাহা যে ঠকবাজি, তাহার আমি বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি। সুতরাং তোমরা

নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্য্যবান্ হও।—রা—র সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে—সোনা প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে, রা—লিখিতেছে। ভগবান্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোরাও বল্ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমি এখন একরকম ভালই আছি, আর গাজীপুর হইতে যে সকল কাজ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ করিতে কিছুকাল লাগিবে। সেই আগেও যেরূপ বোধ হইত, আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি। ওখানে জল হাওয়া কিরূপ লাগিতেছে? শীঘ্র লিখিও। সা—, বিশেষ করিয়া তোমার আসিয়া কাজ নাই। একটা জায়গায় সকলে মিলিয়া গুলতোন করায় আর আত্মোন্নতির মাথা খাওয়ায় কি ফল? মূর্খ ভবঘুরে হইও না,—উহা ভাল বটে, কিন্তু বীরের মত অগ্রসর হও। "নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ" ইত্যাদি (১)

(১) নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্ম নত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

ভাল কথা, তোমার আগুনে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইল কেন? যদি দেখ যে, হিমালয়ে সাধনা হইতেছে না, আর কোথাও যাও না।

এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে তুমি যে নামিয়া আসিবার জন্য উতলা হইয়াছ, শুধু মনের এই দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তিমান্, উঠ এবং বীর্য্যবান্ হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হও। অলমিতি।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, শুধু বা—র একটু জ্বর হইয়াছে।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

যাঁহাদের অভিমান ও মোহ অপগত হইয়াছে, যাঁহারা আশক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্, যাঁহাদের কামনাসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সকল বিগতমোহ ব্যক্তিই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। গীতা—১৫,৫।

(৩৮)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট।

লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম।

মহাশয়—

পুস্তিকাগুলি ও গীতাখানি পাঠানর জন্য বহু ধন্যবাদ।

ভবদীয়—বিবেকানন্দ।

(৩৯)

আলমোড়া।

৩০শে মে, ১৮৯৭।

সুহৃদ্বরেষু—

শুনিতেছি, অপরিহার্য্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যবহারিকে বন্ধু-জন-কর্ত্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্য-সূর্য্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্দ্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে। মন যেন

অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা মতামত অপেক্ষা অন্তর্য্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ডাকে, এই ত মায়া। যদিও বহুদিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে এক ছত্র ভবৎ হস্ত-লিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার উত্তর-পত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরাজি গীতার মলাটে ঐ এক ছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার আবকাশ কি হইবে? দ্বিতীয়তঃ শুনিলাম, গৌরচর্ম্মবিশিষ্ট হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ, আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা তা খাই, যার তার সঙ্গে খাই,—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর

তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় ত বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার ঈশ্বর জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ, ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ। রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র! সে প্রীতি নাই—পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তাহা কি হয় মহাশয়? কখনও হইয়াছে, না হইবে? "আমির" লেশমাত্র থাকিতে কি কিছু হইবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকরী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে, ব্যবহারিকে, জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈকি। * * *

মনে মনে অভেদবুদ্ধি (পেটে পেটে যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য—অত্যাচার-উৎপীড়ন—গরীবের যম, আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক !!!

তাহাতে আমি পড়িয়া শুনিয়া দেখিতেছি যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম শূদ্রের জন্য নহে, সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে ত তাহাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র, ম্লেচ্ছ—আমার আর ও সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়—ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝিয়াছি যে, পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়াছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা "আমার মুক্তি" "আমার মুক্তি" করিয়া দিন-রাত মাথা ভাবায়, তাহারা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই পাঁচ রকম ভাবিয়া মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি—

দাস
বিবেকানন্দ।

(৪০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু পাহাড়।
১৮৯০।

প্রীতিভাজনেষু—

মন যে দিকেই যাউক না কেন নিয়মিত জপ করিতে থাকিবে। হ—কে বলিও যে, সে যেন প্রথমে বাম নাসায়, পরে দক্ষিণ নাসায়, এবং পুনরায় বাম নাসায়, এইক্রমে প্রাণায়াম করে। বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(৪১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আজমীঢ়।

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১।

* * পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। * *

বিবেকানন্দ।

---

(৪২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু।

৩০ এপ্রিল, ১৮৯১।

প্রীতিভাজনেষু—

তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটীর উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে? আশা করি প্রথমভাগ নিশ্চয়ই শেষ করিয়া থাকিবে। * * তুমি শিবপূজা পরিশ্রমের সহিত করিতেছ ত? যদি না করিয়া থাক ত করিতে চেষ্টা করিও। "তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে।" ভগবানকে অনুসরণ করিলেই ধনসম্মান তোমার উপরি পাওনা হইবে। * * কমাণ্ডার

সাহেবদ্বয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবে; তাঁহারা উচ্চপদস্থ হইয়াও আমার ন্যায় একজন দরিদ্র ফকিরের প্রতি এরূপ সদয়ব্যবহার করিয়াছিলেন। বৎসগণ, ধর্ম্মের রহস্য—আচরণে, ফাঁকা মতবাদে নহে। সৎ হওয়া এবং সৎ ব্যবহার করা—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। যে শুধু 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে সেই ধার্ম্মিক। আলোয়ারবাসী যুবকগণ তোমরা যে কয়জন আছ সকলেই উপযুক্ত লোক, এবং আমি আশা করি যে অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারের এক আধটু ধাক্কা খাও তথাপি বিচলিত হইও না, নিমিষেই উহা চলিয়া যাইবে এবং পুনরায় সব ঠিক ঠাক হইয়া যাইবে।

(৪৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তপ্রদেশ, আমেরিকা।

প্রীতিভানেষু—

* * সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং ধার্ম্মিক লোকের জয় হইবেই। * * বৎস, সর্ব্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকিনা কেন, আমি সর্ব্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সামান্যপদস্থ তাঁহারও—জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং স্মরণ রাখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(৪৪)

(জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিতে; এই বন্ধুটী তাঁহাকে আমেরিকায় সাহায্য করিয়াছিলেন)

আমেরিকা।

১৮৯৪।

জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই

গৃহ বলা হয়—ইহা কত সত্য! যে গৃহচ্ছাদ তোমায় শীত-গ্রীষ্মবর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে উহা যে স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে চলিবে না,—হউক না তাহারা অতি মনোহর কারুকার্য্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালার প্রকৃত অবলম্বন,—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যে কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারী-গণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী নারীগণ!

তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই,—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখিত যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"

—যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন,—তথাপি এ সকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারক রূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই "বিপজ্জনক বিধর্ম্মীকে" ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত

করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই "অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর (হয়ত বা বিপজ্জনক চরিত্রের)" সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে-ছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা,— কারণ, নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি,—কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই,—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা "ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল," আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ, উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।

একটী আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে তুমি কি যে সকল অপক্ক, অপরিণত কীটদষ্ট ফল মাটীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—যদিও তাহারা কখনও কখনও সংখ্যায় অধিকই হইয়া থাকে—তাহাদের সাহায্য লও? যদি একটীও সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটীর দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে শত শত ফল অপরিণতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা নহে।

তার পর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদারমনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদার-মনা পুরুষও দেখিয়াছি (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত); তবে একটী প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটী বিপদাশঙ্কা এই যে তাঁহারা উদারমনা হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন; কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল আছে তাহার প্রতি সহানুভূতিহেতু এই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতঃই অনুভব করেন যে ইহা একটী ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে; যোগের

ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের "হাঁ" এর দিকটীই, ইতিবাচক দিকটীই, সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই ইতিবাচক বা অস্তিবাচক—এবং এই হেতু চিত্ত-গঠনকারী,—শক্তিসমূহের একত্রীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নেতিবাচক বা নাস্তি-বাচক অংশগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর সেই বিশ্ব-মহামেলা কি অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্ম্ম-মহামেলা— যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কি অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারো ও মিষ্টার বনির অনুগ্রহে আমিও আমার ধারণাগুলি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কি অদ্ভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানটীর কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতৃত্বপদে বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের গভীর

মর্ম্মস্পর্শী ভাবসমূহ, তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে পরিব্যক্ত হইত। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৪৫)

২২৮ পশ্চিম, ৩৯, নিউইয়র্ক।

১৭ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * Bill of lading (বিল্‌টী) পৌঁছিয়াছে, পরন্তু মাল আসিবার অনেক দেরী। শীঘ্র পৌঁছিবার বন্দোবস্ত না করিয়া পাঠাইলে মাল আসিতে ছয় মাস লাগিয়া যায়। হ—চার মাস পূর্ব্বে লিখেন যে রুদ্রাক্ষ ও কুশাসন পাঠান হইয়াছে; তাহার খোঁজ খবরও এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ মাল ইংলণ্ডে পৌঁছিলে এখানকার Agent of the Company (কোম্পানির এখানকার এজেণ্ট) আমাকে notice (খবর) দেয়, তার পর মাসখানেক পরে মাল পৌঁছায়। তোমাদের Bill of lading (বিলটী) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, এখনও noticeএর (খবরের) দেখা নাই! কেবল খেতড়ীর রাজার মাল শীঘ্র পৌঁছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ করে পাঠান। যাহা হউক, এ ছুনিয়ার অপর

দিকে পাতালপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌঁছে যায় এই পরম ভাগ্য। মাল পৌঁছুলেই তোমাদের খবর দেব। এখন তিন মাস অন্ততঃ চুপ করে থাকে! * *

রা—বাবুকে বলিবে যে তিনি যে ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন তিনি উপযুক্ত হইলেও আমেরিকায় এক্ষণে কাহাকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই। *L'argent, mon ami, l'argent*—টাকা, ইয়ার, টাকা কোথায়?

* * তোর টিবেটের (তিব্বতের) কি খবর। 'মিরারে' ছাপা হলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিস। * * হুটোপাটিতে কি কাজ হয়? * * লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, যাতে পাহাড় পর্ব্বত ভেদ হতে চায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল। যে না আসবে সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। * * কুছ পরোয়া নেই, তোদের মুখে হাতে বাগ্দেবী বস্‌বেন—ছাতিতে অনন্ত-বীর্য্য ভগবান্ বস্‌বেন—তোরা এমন কাজ কর্‌বি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখ্‌বে। তোর নামটা একটু ছোট খাট কর্ দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে

হরি নামের ভয়ে যম পালায়, তা "হরি" এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদ-ভঞ্জন, অশেষ-নিঃশেষকল্যাণকর প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারী যমতাড়ানে নামই করেছ। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—বাঙ্গলা দেশটা আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেল দেখি। জায়গায় জায়গায় Centre (কেন্দ্র) কর।

ভাগবত এসে পৌঁছেচে—Edition (সংস্করণ) বড়ই সুন্দর—কিন্তু এদেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আদৌ নাই। এজন্য বিক্রী হবার আশা বড়ই কম। ইংলণ্ডে হতে পারে, কারণ, সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চ্চা করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ দিবে। আশা করি তাঁহার মহৎ উদ্যম সুসম্পন্ন হবে। আমার যথাসাধ্য যত্ন করব, তাঁর বই যাতে এখানে বিক্রী হয়। তাঁহার Prospectus (গ্রন্থাভাস) সমস্ত জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দ—বাবুকে বলবে যে মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে।

দাল-soup will have a go if properly introduced. (১) যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়ী বাড়ীতে পাঠান যায়—আর একটা ডিপো করে কতকগুলো মাল পাঠান যায় ত খুব চল্‌তে পারে। ঐ প্রকার বড়ীও খুব চল্‌বে। উত্তম চাই—ঘরে বসে ঘোঁড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কাম্পানি গঠন) করে ভারতের মাল পত্র এদেশে ও ইংলণ্ডে আনে ত খুব একটা ব্যবসা হয়। নিরুত্তম হত-ভাগার দল দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে কর্‌তে কেবল জানে, আর জানে কি?

---

(৪৬)

(ইংরাজীর অনুবাদ। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত)

ওয়াশিংটন।

অক্টোবর, ১৮৯৪।

মান্যবরেষু—

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় মিঃ ফ্রেডারিক ডগ্‌লাসের নামে যে পরিচয়-পত্র দিয়াছেন তজ্জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাল্টিমোরে এক ছোটলোক হোটেল-

(১) ঠিকমত সুরু করাতে পারলে দালের যুশের বেশ কদর হবে।

ওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। যেমন সর্ব্বত্রই হইয়াছে, এস্থলেও তেমনি আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। আমি এখানে মিসেস্ ট—র ভবনে বাস করিতেছি। ইনি আমার চিকাগোর বন্ধুগণের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং সব দিকেই বেশ সুবিধা হইতেছে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৪৭)

আমেরিকা।

২৪ শে জানুয়ারী, ১৮৯৫।

স্নেহাস্পদেষু—

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যদি ইহাতে কোন সত্যের বীজ নিহিত থাকে তাহা হইলে উহা অঙ্কুরিত হইবেই। সুতরাং আমার কোন কিছুর জন্য চিন্তা নাই। আর আমি পুনঃপুনঃ লেক্‌চার দিয়া ও ক্লাস করিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছি। কয়েক মাস ইংলণ্ডে কাজ করিয়া আমি ভারতে ফিরিব এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অথবা চির-কালের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিব।

আমি যে নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী হইয়া কালক্ষেপ করি নাই, আমার অন্তরাত্মাই একথা বলিতেছে। আমার একখানি নোটবই আছে—উহা আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াছে। উহাতে সাত বৎসর পূর্ব্বের লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত কথাকয়টী দেখিতে পাইতেছি ঃ—"এইবার একটু স্থান খুঁজিতে হইবে যেখানে নিশ্চিন্তভাবে শরীরটা ছাড়িয়া দিতে পারি।"—তথাপি এতগুলি কর্ম্ম করিতে বাকী ছিল। আশা করি এইবার উহাদিগকে নিঃশেষও করিয়াছি। প্রভু আমায় এই প্রচার ও পরোপকাররূপ বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিবেন না কি? আমার দিন দিন এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদন,—যাহাতে চিত্ত জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত হয়। এই পাপপুণ্যময় জগৎ চলিতেই থাকিবে, উহার রূপান্তর হইবে মাত্র। শুধু, ঐ পাপ ও পুণ্য নূতন নূতন নামে নূতন নূতন সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিবে মাত্র। সেই কৌপীন বহির্ব্বাস, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই তরুতলে শয়ন ও সেই ভিক্ষালব্ধ ভোজনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। ভারতই একমাত্র স্থান যেখানে শত দোষসত্ত্বেও আত্মা তাহার স্বাধীনতা, তাহার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যের যত কিছু জাঁকজমক সে কেবল ফাঁকা অহঙ্কার, উহা কেবল এই আত্মার বন্ধনস্বরূপ।

জীবনে আর কখনও আমি এত প্রবলভাবে এই জগতের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করি নাই। ভগবান্ সকলের এই বন্ধন ক্ষয় করুন, সকলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুক —ইহাই বিবেকানন্দের অহোরাত্র প্রার্থনা।

৪৮

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা, নিউইয়র্ক।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় ভগিনী—

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইলাম। মাদার চার্চ্চ, কনসার্টে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করিতে বাধা হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন,—যদি তাহাতে নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ হইতে বঞ্চিতও হইতে হয় সেও স্বীকার।

ভগিনী জোসেফাইন লক্‌ও একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। তোমার সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই বরং বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সেদিন মিস্ থার্সবির বাড়ীতে আমার এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সহিত তুমুল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়াই থাকে, ভদ্রলোকটী অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গালাগালি আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক,

মিসেস্ বুল্ আমাকে এজন্য খুব ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কারণ, এ সকল আমার কাজের পক্ষে হানিকারক। তোমারও উহাই মত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এক সময়েই লিখিয়াছ ইহা আনন্দের বিষয়, কারণ, আমি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাপারের জন্য আদৌ দুঃখিত নহি,—হয়ত তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে,--হইবার কথা বটে। মুখমিষ্ট হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মুখমিষ্ট হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপোষ করিতে হয় সেইখানেই আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নহি,—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য তাহার "ঈশ্বর"-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা ;—জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া, তাঁহার সর্ব্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে বিবিধ সুখসম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি একাকী দণ্ডায়মান থাকেন এবং সমাজকে তাঁহার দিকে তুলিয়া লয়েন।

যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমিষেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন জারক পদার্থের (Corrosive) সহিত তুলনা করিয়া থাকি—উহা যেখানে পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়; নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট্ পাথরে বিলম্বে, কিন্তু পথ করিবেই। "যাহা লিখিত আছে তাহার আর বদল চলে না।" ভগিনি, আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপোষ করিতে পারি না তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি উহা পারি না। আমি সারা জীবন এজন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু আমি উহা করিতে পারি না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমাময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না। অবশেষে আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে তাহা ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন রাস্তা দেখি নাই যাহা সকলের মনস্তুষ্টি করিবে, আর আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার প্রতি স্থিরলক্ষ্য থাকিতে

হইবে; যৌবন ও সৌন্দর্য্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম, যশ নশ্বর, এমন কি পর্ব্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর শুধু মিষ্ট, শুধু মধু হওয়া চলে না। হে প্রভো, আমি যেমন আছি যেন তেমনই থাকি। "হে সন্ন্যাসিন, তুমি নির্ভয়ে বণিগ্‌বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শত্রু মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ থাক।" এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম - ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। "হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।" আমার ধনের কামনা নাই। নামযশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড় কুটা। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে চাই। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জ্জন হয় সে জ্ঞান আমার নাই—ইহা ঈশ্বরেরই কৃপা। আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনি, আমার মন এখনও দুর্ব্বল আছে, বাহ্যজগতের সাহায্য আসিলে সময়ে সময়ে যন্ত্রচালিতবৎ উহা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ

করে। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্ম্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সহিত আমার যে শেষ তর্ক এবং তৎপরে মিসেস্ বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক তাহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে," এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা মাত্রেই বন্ধন—বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে, চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। জীবন কিছুই নহে। মৃত্যু ভ্রম মাত্র! এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্বই নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। আমার আদবকায়দা পরিপাটী করিবার সময় নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি সৎস্বভাবা, তুমি পরম দয়াবতী।

আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি—আর স্বপ্ন দেখিও না। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে। আমার জগৎকে মনযোগান কথা বলিবার সময় নাই এবং উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। আমার স্বদেশবাসিগণ এবং বিদেশীয়গণ সকলেই নির্ব্বোধ। এই নির্ব্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নতম স্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়। মিসেস্ বুল ভাবেন আমার কোন কার্য্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। আমি আমার বক্তব্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না, বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালিব না। আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আর যাহা কিছু উহাকে সঙ্কোচ করিতে চাহে, তাহাকে আমি দূরে রাখিব—উহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা উহা হইতে পলায়ন করিয়াই

হউক। কি! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব!! ভগিনি, দুঃখিত হইও না। কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীন থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, যাহা "হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।" শক্তি থাকে ত লোকে যাহাকে এই 'জগৎ' নামে অভিহিত করে সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পার তবে চুপচাপ থাক কিন্তু আপোষ ও মনস্তুষ্টি-করারূপ মেকি অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে; এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গীর্জ্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমায়েসিগুলাকে, তাহার মিষ্টমুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্ম্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে, এবং সর্ব্বোপরি তাহার ধর্ম্মের নামে

দোকানদারীকে আমি ঘৃণা করি। কি! সংসারের ক্রীত-দাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, "সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ," কারণ, তিনি গীর্জ্জা, ধর্ম্মমত, ঋষি (prophet) শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না, তা মিশনারীই হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হউক। তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক। আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না। ভর্ত্তৃহরির ভাষায়—

"চাণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽহয়ং কিং তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমাণা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ॥"

(বৈরাগ্য শতক)

—ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর?—এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান।

তুলসীদাসও বলিয়াছেন:—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার
সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী জব নিন্দে সংসার।

যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় তখন হাজার কুকুর পিছু পিছু চীৎকার করিতে আরম্ভ করে কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেইরূপ যখন সংসারী লোকেরা নিন্দা করিতে থাকে তখন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত হন না।

আমি ল্যানশার্গের (Lansherg) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ৩৩নং রাস্তা, পশ্চিমে ৫৪নং বাড়ী। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কখনও কখনও আমি গার্ণিদের (Guerneys) ওখানে শয়ন করিতে যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে চিরকালের জন্য কৃপা করুন। তিনি তোমাদিগকে অচিরে এই জগৎ নামক বৃহৎ ভুয়াবাজীর মধ্য হইতে উদ্ধার করুন! তোমরা যেন কদাপি এই জগৎরূপ জীর্ণা ডাইনীর কুহকে না পড়! শঙ্কর তোমাদিগের সহায় হউন! উমা তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তোমাদের সকল মোহ অপনোদন করুন! ইতি—

তোমাদের বিবেকানন্দ।

(৪৯)

(আমেরিকা হইতে লিখিত)

১১ই এপ্রেল, ১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

* * * তুমি লিখিয়াছ যে তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়া, বা অস্বাস্থ্যকর আহার, বা পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০৲ ৪০৲ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিল্টার করা হয়। বাঁশের ফিল্টার বড় রকম হইলেই যথেষ্ট। জলেতেই যত রোগ—পরিষ্কার অপরিষ্কার নহে, রোগবীজপূর্ণতাই রোগের কারণ। জল উত্তপ্ত করে ফিল্টার করা হউক। সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে খাওয়া—এ সকল অত্যাবশ্যক। যে প্রকার বল্‌চি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা না হয়। * * নি— বাড়ী ঘরদ্বার, বিছানা, ফিল্টার যাতে দস্তুর মত ঠিক সাফ থাকে তাহার ভার লইবে। * * সমস্ত

কার্য্যের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন কোনও কল্যাণ নাই। * * ঐ যে কাণে কাণে গুজোগুজি করা তাহা মহাপাপ বলে জান্‌বে, ঐটা একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে এক লাখ লোক যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে বৈকি। —মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার তার চেষ্টা দেখ দিকি। * * * অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায় সেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শ—? মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড় করিসনি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে ত লুচিসন্দেশ বাঁটলে আর কতকগুলো নিষ্কর্ম্মার দল গান করলে, * * তোমরা কি spiritual food (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে তা ত শুনলাম না। সেই যে পুরাণ ভাব nil admirari (কেউ কিছুই জানে না ভাব) যতদিন না দূর হবে

ততদিন কিছুই করতে পারবে না, ততদিন কারও সাহস হবে না। Bullies are always cowards. (১)

সকলকে Sympathyর (সহানুভূতির) সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুক বা না মানুক। বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে নিরস্ত হবে। * * সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। এই সকল মহৎগুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে তখন তোমরা মহাতেজে কাজ কর্‌তে পারবে, অন্যথা গুরুগুরু ফুরু কিছুই চলবে না। যাহা হউক এবারকার মহোৎসব অতি উত্তমই হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই এবং তার জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু you must push foward, do you see? (২)—কি কর্‌চে? "আমি কি জানি," "আমি কি জানি,"—ওরকম বুদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জান্‌তে পারবে না। ঠাকুর-দাদার কথা,—র কাঁদুনি ভাল বটে, কিন্তু কিছু উঁচু দরের চাই, that will appeal to the intellect of the learned. (৩) খালি খোলবাজান হাঙ্গামার

---

(১) যারা লোককে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বেড়ায় তারা ত চিরকালকার কাপুরুষ।

(২) তোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, বুঝলে কিনা?

(৩) যা লেখাপড়া জানা লোকেরা পড়ে আনন্দ পাবে।

কি কাজ? Not only this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines (১) * * সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে I fret and stamp like a leashed hound. (২) Onward and forward (এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়)—আমার পুরাণ বুলি। এখন এই পর্য্যন্ত। আমি আছি ভাল! দেশে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফল নাই। তোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি—সাবাস বাহাদুর! ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫০)

১৮৯৫।

প্রিয়বরেষু—

স—যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল তাহা পৌঁছিয়াছে—একথা লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে। তোমাদের জন্য লিখি।

---

(১) এই মহোৎসব যে শুধু তাঁর স্মারকই হবে তা নয়। কিন্তু তার ধর্ম্মমত-সমূহের বহুল প্রচারের এক মূল কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

(২) একটা শিকারী কুকুর শিকার সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে তেমনি ছটফট করি।

পত্রাবলী।

১। পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যদ্যপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।

২। কেহ তোমার নিকট অপর কোনও ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বেলকুল শুনিবে না—শুনাও মহাপাপ—ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে।

৩। অধিকন্তু সকলের দোষ সহ্য করিবে, অপরাধলক্ষ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষ্যা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজন মিলিয়া একটা কার্য্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে ত বড় ছোট দেখিতে পাই না—কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শ—কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ! ক—ও য—টাউনহল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল। কত গুরুতর কার্য্য নি—সিলোন (সিংহল) প্রভৃতি স্থানে করিয়াছে। স—

কত দেশ পর্য্যটন করিয়া বড় বড় কার্য্যের বীজ বপন করিয়াছে। হ—র বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি তখনই নূতন বল পাই। ত— প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী ছিলেন এখনও যদি তাতে সন্দেহ হয় তা হলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। ধীরে ধীরে, মহাকার্য্য ধীরে ধীরে হয়। * *

তিনি কাণ্ডারী, ভয় কি? তোমরা অনন্তশক্তিমান—সামান্য ঈর্ষ্যাবুদ্ধি ও অহংপূর্ব্ববুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের কদিন লাগে? যখনই ঐ বুদ্ধি আসিবে প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর মন তাঁর কাছে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গাম মিটে যাবে একদম।

যে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাটীর দরকার, অর্থাৎ সকলে গুঁতগুঁতি করে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে দুজনের অধিক থাকা উচিত নহে। একটা বড় হল, সেখানে পুঁথি পাটা রাখিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ক—প্রভৃতি অদল

বদল করে যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রপাঠ হয় ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান ধারণা একটু ও সঙ্কীর্ত্তনাদি। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা routine (পাঠের ক্রম) করিয়া লইলেই বড়ই মঙ্গলের বিষয়,—সন্ধ্যাকালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে। এবং প্রতি রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ কীর্ত্তনাদি হওয়া উচিত। সেটা publicএর (সাধারণের) জন্য। এই প্রকার নিয়মাদি করে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হতে গড় গড় করে চলে যাবে। উক্ত হলে যেন তামাক খাওয়া না হয়। তামাক খাবার একটা যেন আলাহিদা জায়গা থাকে। এই ভাবটা তুমি যদি পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে আন্‌তে পার তা হলে বুঝলাম অনেক কাজ এগুল। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—হ—নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় কচ্ছিল, তার কি হল? তোমরা যোগাড় করে একটা যদি পার ত ভালই বটে।

(৫১)

১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভারতবর্ষে যত কার্য্য হক না হক, কার্য্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েকজনকে তৈয়ার করে তুলব, তারপর পাশ্চাত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না।—নিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। —সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্ব্বাদ দিবে; ঝগড়াঝাটির মধ্যে থাকিবে না। কার বাপের সাধ্যি—কে দাবায়! মা জগদম্বা তার শিয়রে। ক—রও চিঠি পেয়েছি—কাশ্মীরে যদি centre (কেন্দ্র) করতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যেখানে পার একটা centre (কেন্দ্র) কর। * * এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে; কারু সাধ্যি কি তা টলায়। নিউইয়র্ক এবার তোলপাড় আসছে, গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়। বড় বড় হাতী দিগ্‌গজ ভেসে যাবে। পুঁঠি পাঁঠার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই ত সবে সন্ধ্যা রে ভাই। দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower

classদের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে। বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? মানুষ কি আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে। * * *

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলে মিশে চলে যাও—এ দুনিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায়—এমন কাজ এবার হবে যে তোরা অবাক্ হয়ে যাবি।

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—স—কি বাঙ্গলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না

বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল! দল ভাঙ্গবার ঐটী মূলমন্ত্র। "ও কি জানে," "সে কি জানে," "তুই আবার কি করবি"—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের মূলসূত্র। ইতি—

---

(৫২)

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা ; নিউইয়র্ক।

৯।২।৯৫।

* * * পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? এবং সেইটা চাপাচাপি করলে সব ফেঁসে যাবে। গুরুপূজার ভাব বাঙ্গলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর নাই—তথাহি অন্য লোকে সে ভাব লইবার জন্য প্রস্তুত নহে। * * *

* * কেউ কেউ ত আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খুব তৈয়ার—যে আমি তাঁদেরই একজন। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে বল্লে অমনি পেছিয়ে পড়ে, "মতলবকী গরজী জগ্ সারো" এজগৎ মতলবের গরজী। * * *

* * চিঠি পত্র উপরোক্ত. ঠিকানায় লিখবে এখন

হতে। এই ঠিকানা এখন হতে আমার নিজের আড্ডা। যদি পার একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ English translation (ইংরাজী অনুবাদ) পাঠাবে। পূর্ব্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্র তাহা ভুলো না।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৫৩)

১৯ পশ্চিম, ৩৮ নং রাস্তা।

১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * এখন আমি নিউইয়র্ক সহরে। এ সহর গরমীকালে ঠিক কল্‌কেতার মত গরম, অজস্র ঘাম বেয়ে পড়চে, হাওয়ার লেশ নাই। দুই মাস উত্তর দিকে গিয়াছিলাম, সেথায় বেশ ঠাণ্ডা। এ পত্রপাঠ জবাব Englandএ লিখিবে। এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ইংলণ্ডে চলিলাম। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৪)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
হাইভিউ কেভার্শ্যাম,
রেডিং, ইংলণ্ড।
১৮৯৫।

প্রিয়—

* * *—র চিঠি আজ পাইলাম।—gravelএ (পাথরীতে) ভুগিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজমের কারণ হইয়া থাকিবে। —র দেনা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মাথা মুড়িয়ে দিতে বলিবে। সংসারীবুদ্ধি মলেও যায় না। * * সে মঠে এসে কাজ কর্ম্ম করুক। সংসার কর্‌তে কর্‌তে অনেক দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি মাথা মুড়ুতে না চায়, সরে পড়তে বল্‌বে। আমি আধা জলে স্থলে লোক চাই না। * * হ—কি একটা Lord রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে। Lord টা আবার কি—English Lord না Duke? র—কে বল্‌বে, লোকে যা হয় বলুক গে। লোক না পোক। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitismএর (কপটতার) দিক্ মাড়াবে না। Orthodox (অনুষ্ঠানী) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন্ কালে? I do

not pose as one. (১) বাঙ্গালীরা * * কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! * * * রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলী, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলা-পাতা এবং ছেলের গু-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস্, ভগবানের মুখ দেখ্।—ভাষ্য মাষ্য গুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে ত, গীতা উপনিষৎ?—না শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই! শ—বোধ হয় এতদিনে রওনা হয়েছে। একখানা পঞ্চদশী, একখানা গীতা (যতগুলো পার ভাষ্য সহিত), একখান কাশীর ছাপা নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্র

(১) আমি এরূপ এক জন লোক বলিয়া ত নিজেকে জাহির করি না।

(—র ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), পঞ্চদশীর যদি তরজমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শাঙ্কর ভাষ্যের কালীবর বেদান্তর তরজমা ও পাণিনিসূত্রের বা কাশিকাবৃত্তি বা ফণিভাষ্যের যদি কোনও বাঙ্গালা বা ইংরাজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বাবুর) তরজমা থাকে ত পাঠাবে। * * ইংরেজের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। এরা হয় গোঁড়া, না হয় নাস্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি নমো নমো ধর্ম্ম করে, 'Patriotism (স্বদেশসেবা) আমাদের ধর্ম্ম,' এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19, W. 38th Street, New York, U. S., America. আমার ঐ হল আমেরিকার address (ঠিকানা)। নবেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব বই পত্র ঐখানে পাঠাবে। শ—যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business (১)—ছেলে খেলা নয়। Sturdy (ষ্টার্ডি) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখ্‌বে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলণ্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি; আস্‌ছে

(১) কাজকর্ম্ম তৎপরতার সহিত করিতে হয়।

গরমী কালে কিছু বেশী রকম হুজুগ কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে। তার পর next winter India (আস্‌ছে শীতে দেশে)। * * Interest (ঔৎসুক্য) জাগিয়ে রাখ্‌বে। বাঙ্গালাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর্‌বার চেষ্টা কর। পরের চিঠিতে হাল চাল লিখ্‌ব। Sturdy সাহেবটী বড়ই ভাল, গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুৎ পরিশ্রম কর্‌লে, তবে একটু আধটু কাজ হয় এ সব দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ইংরাজেরা লেক্‌চার ফেক্‌চার শুন্‌তে একটী পয়সাও দেয় না। যদি শুন্‌তে আসে ত তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তার উপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার উপর ভগবান টগবান বল্‌লে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ঐ রে পাদ্রি বুঝি! তুমি বসে বসে একটা কাজ কর—ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে, সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ, নরক, আত্মা, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়, মুক্তি, সংসার (পুনর্জ্জন্ম) সম্বন্ধে কি কি বলে, একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material

(উপাদান) জোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৫৫)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
কেভার্শ্যাম, রেডিং।
১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমাদের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাদের চিঠি লেখার দুইটি দোষ—বিশেষ তোমার। প্রথম, যে সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না। দ্বিতীয়, জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলম্ব। * * আমাকে দিন রাত খাট্‌তে হয়, তার উপর লাটিমের মত ঘুরে বেড়ান। * * আশা ছিল আমি থাকতে থাকতেই কেউ আস্‌বে, কিন্তু এখনও ত কিছুই ঠিকানা নাই। * * Business is business, অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম তৎপর কর্‌তে হয়, গড়িমাসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে আসবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আশা নাই। গ—বাবু এদেশ বেড়িয়ে যান না, বেশ

কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে যেতে ৩০০০৲ টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এ সব দেশে আসে, ততই ভাল। তবে ঐ টুপিপরা সাহেব হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত কাল—আবার সাহেব। ভদ্রলোকের মত দেশী কাপড় চোপড় পর্ বাবা, তা না হয়ে, ঐ জানোয়ারী রূপ! আর কেন, হরি বল! * * এখানে লেক্‌চারে আমাদের দেশের মত উল্‌টে ঘর থেকে খরচ কর্‌তে হয়। তবে অনেক দিন কর্‌লে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। আমার এই ঘুরে ঘুরে লেক্‌চার করে শরীর অত্যন্ত nervous (বায়ুপ্রধান) হয়ে পড়ছে—প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বল? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ পর্য্যন্ত সহায়তা করেছে, না এক জন সাহায্য কর্‌তে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তার পর যদি আর না পার ত তুমি চোর! * *—কে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। * * তার ব্যাম ফ্যাম সব প্রভুর কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার। * *

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৬)

(আমেরিকা হইতে লিখিত)

প্রিয়—

তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ট্রিবিউণ পত্রে উক্ত টেলিগ্রাম বাহির হওয়ার কোনও সংবাদ পাই নাই। চিকাগো নগর ছয় মাস যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাবকাশ নাই; এজন্য বিশেষ খবর লইতে পারি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই? অদ্ভুত কার্য্য-ক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে। —র বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় কিছু ছাপা থাকে না। তবে তিনি সম্প্রদায় স্থাপনাদি করুন, হানি কি? 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ।' (১) দ্বিতীয়তঃ, তোমার পত্রের মর্ম্ম বুঝিলাম না। আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে ত আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কূটস্থ বুদ্ধি তোমাদের আছে, কোনও হানি হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক, ইতরসাধারণের উপর উপেক্ষাবুদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। ক—বাবু অনুরাগী

---

(১) তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।

ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর কৃপায় 'রণে বনে পর্ব্বতমস্তকে বা' তোমাদের কোনও ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' (১) ইহা ত হইবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বালক-বুদ্ধি জীবে কে কি বলিতেছে, তাহার খবর মাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা।—কে পূর্ব্বে লিখিয়াছি সবিশেষ। খবরের কাগজ, পুস্তকাদি পাঠাইও না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও তাই—বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন করে লোকের পুস্তকের খদ্দের জোটাই বল? আমি একটা সাধারণ মানুষ বই নয়। এদেশের খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা।

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা; এক্ষণে ইতরগুলো কি বকে না বকে, তাতে কোনও রকমে তোমরা কর্ণপাত করবে না। আমি টাকা রোজকার করি বা যা করি, হেঁজিপেঁজি লোকের কথায় কি তাঁর কাজ আট্‌কাবে? ভায়া, তুমি

(১) ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হইয়া থাকে।

এখনও ছেলেমানুষ। আমার চুলে পাক ধরেছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের উপর আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে লও। তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোনও ভয় নাই। এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিব না ইতি। বলি,—নিধি কোথায় আছে, খোঁজ করে তাকে মঠে যত্ন করে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত। তোমরা দুটো জায়গার ঠিকানা কর্‌বেই কর্‌বে, যে যাহা বলে, বলে যাক। খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লিখে, লিখুক ; গ্রাহ্যমধ্যেই আন্‌বে না। আর দাদা, বার বার ব্যগ্যতা করি, আর ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজাদি পাঠাইও না। বিশ্রাম এখন কোথায়। আমরা যখন শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর! সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে। তোমরা হলে হাতী, পিঁপড়ের কামড়ে কি তোমাদের ভয়?

তোমার প্রেরিত Address (অভিনন্দন) অনেক

দিন হল এসেছে এবং তার জবাবও চলে গেছে—বাবুর নিকট।

এই কথা মনে রেখ—দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। (১) ভয় কার? কাদের ভয় রে ভাই? এইখানে মিসনরি ফিসনরি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হবে।

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।" (২)

কিমধিকমিতি। হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটবেন। ভয় কিরে ভাই? সকল বড় কাজ মহা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। হে বীর, কুরু পৌরুষমাত্মনঃ, উপেক্ষিব্যাঃ

---

(১) কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।—গীতা।

(২) নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করুন আর স্তুতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা যান, আজই মরণ হউক বা শত শত বৎসর পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হইতে কখনও বিচলিত হন না।—ভর্তৃহরি।

জনাঃ সুকৃপণাঃ কামকাঞ্চনবশগাঃ। (১) এক্ষণে আমি এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অতএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভ্রাতৃ-স্নেহাৎ তোমাদেব মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হই-য়াছে তাহা প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা। মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না হইলে প্রকাশ করিবে না। প্রিয়হিতবচন মহাশত্রুরও প্রতি প্রয়োগ করিবে ইতি। হে ভাই, নামযশের, ধনের, ভোগের ইচ্ছা জীবের স্বতঃই আছে। তাহাতে যদি দুদিক্ চলে, ত সকলেই আগ্রহ করিতে থাকে। পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য অপিচ, ত্রিভুবনো-পকারমাত্র ইচ্ছা মহাপুরুষেরই হয়। অতএব বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেক্‌লেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাঁদে থুথু ফেল্‌বার চেষ্টা করুক; "শুভং ভবতু তেষাম্।" যদি তোদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি কে বারণ কর্‌তে পারে। যদি ঈর্ষ্যাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে ত সব বৃথা হবে। হ—মালা পাঠিয়েছেন। বেশ কথা। বলি, এদেশে আমাদের দেশের মত ধর্ম্ম চলে না। তবে

(১) হে বীর, স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ কর, হীনবুদ্ধি কাম-কাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিৎ।

এদেশের মত করে দিতে হয়। এদের হিন্দু হতে বল্‌লে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘৃণা কর্‌বে, যেমন আমরা খ্রীষ্ট মিসনরিদের ঘৃণা করি। তবে হিঁদুশাস্ত্রের কতকভাব এরা ভালবাসে এই পর্য্যন্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম্ম টর্ম্ম নিয়ে মাথা বকায় না।—মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র, বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। ২।৪ হাজার লোক অদ্বৈতমতের উপর শ্রদ্ধাবান্‌। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমানুষ নষ্টের গোড়া, ইত্যাদি বল্‌লে দূরে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়। Patience, purity, perseverance. (১)

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৭)

২২৮ পশ্চিম, ৩৯, নিউইয়র্ক।

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৬।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * তোমার শরীর এখনও সারে নাই বড়ই দুঃখের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে যেতে পার, শীতকালে

---

(১) ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়।

যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে—যথা দার্জ্জিলিং। শীতের গুঁতোয় পেটভায়া দুরস্ত হয়ে যাবে, যেমন আমার হয়েছে। আর ঘি ও মসলা খাওয়া একদম ছাড়্‌তে পার? মাখন ঘির চেয়ে শীঘ্র হজম হয়। অভিধান পৌঁছিলেই খবর দিব। আমার বিশেষ ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। * *

তিন মাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি। পুনরায় হুজুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য। তার পর আস্‌ছে শীতে ভারতবর্ষ আগমন। পরে বিধতার ইচ্ছা। স— যে কাগজ বার কর্‌তে চায়, তার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। —শীকে যত্ন করিতে বলিবে ও ক—প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিবার দরকার নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাদের তৈয়ার করিব। তার পর যেথায় ইচ্ছা যাইবে। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে Opportunity (সুযোগ) দাও।

পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না। ইতি—

বি

---

(৫৮)

জানুয়ারী, ১৮৯৬।

* * * তোর কাজের Idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা,—পরোয়া নেই। * * খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধর্ম্মের প্রচার এখন করে ওঠ্ দিকি। তবে কোনও আরবী জানা মুসলমানকে দিয়ে যদি পুরাণ আরবী গ্রন্থের তর্জ্জমা করতে পার, ভাল হয়। ফরাসী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জ্জমা করাইতে পার, একটা বেশ regular item (বারমেসে বিষয়) হবে। লেখক অনেকগুলো চাই। তার পর গ্রাহক যোগাড়ই মুস্কিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস্, বাঙ্গালা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোকদের কাগজ নেওয়াবি। * * —প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর্। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরী করেছিস্। বাহবা, সাবাস! গুঁত-

গুঁতেগুলো পেছু পড়ে থাক্‌বে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা ত "খোঁজ খবর নহী পাওয়ে।" লেগে যা, যত পারিস্। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় (ভারতে) এসে তোলপাড় করে তুল্‌ব। ভয় কি? "নাই নাই বল্‌লে সাপের বিষ উড়ে যায়।"—নাই নাই বলে যে নাই হয়ে যেতে হবে! * *

গ—খুব বাহাদুরী করেছে। সাবাস! ক—তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস। একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি বল্‌ব আপ্‌শোষ—যদি আমার মত দুটা তিনটা থাক্‌ত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্চে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়। * * সন্ন্যিসির দলকে হুঙ্কার দিতে হইবে। হ—র্, হ—র্, শ—ম্ভো!

(৫৯)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
হাই ভিউ, কেভার্শ্যাম, ইত্যাদি।

স্নেহাস্পদেষু—

* * * সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" (১) ইত্যাদি। পেছু দেখ্‌তে হবে না। Forward (এগিয়ে পড়)! অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য্য চাই। তবে মহাকার্য্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। * * *

বিবেকানন্দ।

(৬০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬।

প্রিয়—

নীতির রাজ্যে ক্রমবিভাগ আছে, শুধু এইটী হৃদয়ঙ্গম করিলেই আর সমস্ত সরল হইয়া যাইবে।

বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শে আমাদিগকে ক্রমশঃ কম সংসারিত্ব, কম প্রতিকার, কম

(১) উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে।

হিংসার মধ্য দিয়া উপনীত হইতে হইবে। আদর্শকে সর্ব্বদা চক্ষের সাম্‌নে রাখিয়া তাহার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হও। প্রতিকার ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত, বাসনা ব্যতীত কেহ সংসারে থাকিতে পারে না—যে অবস্থায় আদর্শকে সমাজে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, জগৎ এখনও সে অবস্থায় পৌঁছে নাই। জগৎ যে সমুদয় অশুভের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে উহাকে আদর্শা-নুরূপ করিয়া তুলিতেছে; অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষগণকে এই বর্ত্তমান অবস্থার মধ্য দিয়াই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কালোচিত কর্ত্তব্যসাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং শুধু কর্ত্তব্য বলিয়াই অনুষ্ঠিত হইলে উহাতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা, এবং যাঁহারা উহা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা সর্ব্বোচ্চ উপাসনা।

আমাদিগকে অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে, শুভের বৃদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়।

ভবদীয়—

বিবেকানন্দ।

(৬১)

বোষ্টন।

২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৬।

প্রিয়—

টিবেটের (তিব্বতের) সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম—Notovitch এর (নোটোভিচের) বই সত্য—non-sense (কি আহাম্মকী) ! তুমি কি original (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা Indiaয় (ভারতে) এনেছ ? দ্বিতীয়—Jesusএর Samaritan womanএর (যীশু ও সামারিয়া দেশীয় নারীর) ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ—কি করে জান্‌লে সে যীশুর ছবি, ঘিষুর নয়। যদি তাও হয়, কি করে বুঝ্‌লে যে, কোনও কৃশ্চান্ লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই ? টিবেটিয়ানদের (তিব্বতীদের) সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Thibet (তিব্বতের মর্ম্মস্থান) ত দেখ নাই—only a fringe of the trade-route (শুধু বাণিজ্য-পথের একটুখানি) দেখিয়াছ। ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation (জাতের ওঁচা ভাগটাই) দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কল্‌কেতার চীনেবাজার

আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙ্গালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়? * * *

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬২)

নিউইয়র্ক।

১৪ই এপ্রেল, ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। শ— পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইলাম। তোমার প্রেরিত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রও পাইলাম। লেখা উত্তম হইয়াছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম্ম, এ কথা ভুলিবে না। * * Now what you want is organisation. That requires strict obedience and division of labour. I will write out everything in every particular from England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent workers thoroughly organised. (১) "Friend" (ফ্রেণ্ড—বন্ধু) শব্দ সকলের

(১) এখন তোমাদের চাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। তজ্জন্ত সম্পূর্ণ

প্রতি ব্যবহার হয়। ইংরাজী ভাষায় ওসকল cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ সকল বাঙ্গালা শব্দের তর্জ্জমা হাস্যাস্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান্—ওসকল এদেশে কি চলে?—has a tendency to put that stuff down everybody's throat, but that will make our movement a little sect; you keep separate from such attempts. At the same time, if people worship him as God, no harm. Neither encourage nor discourage. The masses will always have the person, the higher ones the principle: we want both. But principles are universal, not *persons*. Therefore stick to principles. He taught, let people think whatever they like of his person (১) * *

আজ্ঞাবহতা এবং শ্রমসংবিভাগের প্রয়োজন। আমি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ইংলণ্ড হইতে লিখিয়া পাঠাইব। কাল আমি তথায় চলিলাম। আমি তোমাদিগকে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করাইবই করাইব।

(১) সকলকে জোর করিয়া ঐ ভাবটা গলাধঃকরণ করাইবার একটা ঝোঁক—র আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিবে মাত্র। তোমরা এবংবিধ সকল প্রয়াস

* * The first should be last and the last first. (১) "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" (২) ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৩)

লণ্ডন।

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস রোড,

দক্ষিণ-পশ্চিম।

২৪শে জুন, ১৮৯৬।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * শ—কাল আমেরিকায় চল্‌ল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। একটী লণ্ডনে Centreএর

হইতে পৃথক্ থাকিবে। অথচ যদি লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে উৎসাহও দিও না, নিরুৎসাহও করিও না। ইতর সাধারণ ত চিরকাল ব্যক্তিই চাহিবে, উচ্চশ্রেণীরা শিক্ষাটা গ্রহণ করিবে। আমরা দুইই চাই। কিন্তু শিক্ষাটাই সার্ব্ব-ভৌমিক, ব্যক্তি নহে। সুতরাং শিক্ষাটাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক। তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এখন লোকে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা খুসী ভাবুক না কেন।

(১) যে প্রথম আছে, সে সর্ব্বশেষে যাইবে; যে সর্ব্বশেষে আছে, সে প্রথম হইবে।

(২) আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।—গীতা।

(কেন্দ্রের জন্য) টাকা already (ইতিপূর্ব্বেই) উঠে গেছে। আমি next (আগামী) মাসে Switzerland (সুইজর্লণ্ড) গিয়ে দুই এক মাস থাকব। তারপর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? এই লণ্ডন হল দুনিয়ার centre (কেন্দ্র)। Indiaর heart (ভারতের হৃৎপিণ্ড) এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া হয়? * * *

মহাতেজ, মহাবীর্য্য, মহাউৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? যে রকম লিখেছিলাম পূর্ব্বপত্রে সেই রকম ঠিক চলতে চেষ্টা করবে। Organisation চাই। Organisation is power and the secret of that is obedience. (১)

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(৬৪)

* * সা—র পত্রে অবগত হইলাম ন—ঘোষ আমাকে যীশুখৃষ্টাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ও সকল আমাদের দেশে ভাল বটে, কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া

---

(১) সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতেই শক্তিসঞ্চয় হয়, আজ্ঞাবহতাই উহার মূলমন্ত্র।

।

পাঠাইলে আমার অপমানের সম্ভাবনা। অর্থাৎ আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না। আমি কি মিশনরি? যদি ক— ঐ সকল কাগজ এতদ্দেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ করিবে। কেবল Address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট; Proceedingsএ (কার্য্যবিবরণীতে) কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক গণ্যমান্য নরনারী আমায় শ্রদ্ধা করেন। মিশনরি প্রভৃতিরা বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে হারি মানিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকল কার্য্যই নানা বিঘ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের জয় হয়। হাড্‌সন নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোন আবশ্যক নাই। * * তুমি উন্মাদ নাকি? আমি এখান হইতে কে এক হাড্‌সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাড্‌সন বাড্‌সনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ওসকল দেশে চলুক। হানি নাই। ওসকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কার্য্যের জন্য। যখন তাহা সমাহিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। * * ঠাকুরের কাছে সকল কার্য্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎ পন্থা দেখাইবেন। * *

ক—প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য্য করিয়াছে। সকলকেই আমার প্রেমালিঙ্গন দিও। মাদ্রাজীদের সহিত মিলিয়া কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও। নাম যশ কর্ত্তৃত্বের বাসনা জন্মের মত ত্যাগ করিবে। * *

—যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় সংস্করণে শুদ্ধ করিতে বলিবে। এই কথা মনে সদা রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে—এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য্য করিবে।

* * আমাদের মঠের জন্য একটা জমি দেখিতে থাক। * * কলিকাতা হইতে কিছু দূরে হয়, চিন্তা নাই; যেখানে আমরা মঠ বানাইব, সেথাই ধূম মাচিবে। মহিম চক্রবর্ত্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম— Andes পর্ব্বতে এক্ষণে গয়াক্ষেত্র বনিয়া গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও আমাদের সকল বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রণয়-সম্ভাষণ দিবে। * * পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে।—র ইংরেজী দিন

দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে।—র ইংরাজীর অধোগতি হইতেছে; তাহাকে flowery style (ফেনান ভাষা) পরিত্যাগ করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় flowery style লেখা বড়ই দুষ্কর। তাহাকে আমার লক্ষ "সাবাস" —ওহি মরদ্‌কা কাম। ** সকলেই well done, "সাবাস, বাহাদুরোঁ।"। আরম্ভ অতি সুন্দর হয়েছে। ঐ ডৌলে চল। ঈর্ষাসর্পিণী যদি না আসে ত কোন ভয় নাই, মা ভৈঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ। (১) সকলে একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিবে। আমি হিন্দুধর্ম্মের উপর কোন পুস্তক এক্ষণে লিখিতেছি না। তবে আমার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি। Every religion is an expression, a language to express the same truth, and we must speak to each in his own language (২) স—একথা বুঝিয়াছে, বেশ। হিন্দুধর্ম্ম পরে দেখা যাইবে। হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কি এদেশের লোক আসে—সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির

---

(১) আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।—গীতা।

(২) প্রত্যেক ধর্ম্ম সত্যের এক একটী প্রকাশ, সেই একই সত্যকে প্রকাশ করিবার এক একটী ভাষা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নরনারীর সহিত তাহারই ভাষায় কথা কহিতে হইবে।

নামে সকলে পালায়। আসল কথা, তাঁর ধর্ম্ম, হিন্দুরা বলুক হিন্দুধর্ম্ম—তদ্বৎ সর্ব্বে—তবে ধীরে ধীরে। শনৈঃ পন্থাঃ। নবাগন্তুক—কে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্প, সর্ব্বদাই লেক্‌চার, লেক্‌চার, লেক্‌চার। Purity, Patience, Perseverance. (পবিত্রতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়!) * * *

এদেশ হতে শীঘ্র যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজ্‌লে দেশে মহাধ্বনি হয়। এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা! দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকৃত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্য্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। ক্রমে দেখা যাবে। প্রভুর ইচ্ছা, সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়। * *

—র কথা কেউ লেখ নাই কেন? তাদের তোমরা খবর নাও কি না?—দুঃখ পাচ্চে, তার কারণ, তার মন এখনও গঙ্গাজলের মতন হয় নাই, নিষ্কাম এখনও হয় নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম সিদে করে ত

আর কোন দুঃখ থাকিবে না। * * কিছুতেই ভয় পেওনা। * *

ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ কণ্ঠাগত হউক) তথাপি ডর পাবে না। সিংহবিক্রমের সহিত অথচ কুসুমমিব কোমলতার সহিত কার্য্য করিবে। এবারকার মহোৎসবে খুব ধুম মাচাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়াপ্রসাদ ইত্যাদি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত পাঠ। বেদবেদান্ত পুঁথি একত্র করিয়া আরতি করিবে। * * *

* * ভোগের নাম করে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড় ভাত খাওয়াবে না। দুটো ফিল্‌টার তৈয়ার কর্‌বে। সেই জলে রান্না ও খাওয়া দুইই। ফিল্টার কর্‌বার পূর্ব্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তাহলে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন। সকলের স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটীতে শোওয়া ত্যাগ করিবে, পার যদি, অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে ত বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় ব্যারামের প্রধান কারণ। * * ঠাকুরঘর অনেকের সহায়তা করে বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া খাওয়ায় কোন কাজ নাই। আঙ্গুল বাঁকান এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজের কিঞ্চিৎ কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ Materialism (জড়োপাসনা)

যত কম হয় এবং Spirituality (আধ্যাত্মিকতা) যতই বাড়ে, এই কথা আর কি। * * ঠাকুর কি কাহারও একলার জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য? যদি জগতের জন্য, তা হলে জগৎশুদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই ভাবে তাঁকে present করতে (লোকের কাছে ধরতে) হবে। * * *You must not indentify yourself with any life of him written by anybody, nor give your sanction to any* (১) * * যতক্ষণ আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন ভয় নাই। * হাঁজী হাঁজী করতে রহিও বৈঠি আপনা ঠাম্।

* * গাঁয়ে গাঁয়ে যাও, লোককে তাঁর কথা শোনাও, এর চেয়ে আবার কি ভাগ্যে হবে।

* * বেদবেদান্ত আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেন না, He was the explanation (তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন)। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে।

---

(১) তাঁর জীবনচরিত যেই কেন লিখুক না, তোমরা তার মধ্যে থেকো না, অথবা তাকে প্রামাণ্য বলে মত প্রকাশ করো না

এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্যযুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। * * যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্ত্তমধ্যে অতি মহান্ হবে—মেয়ে বা পুরুষ। আর এবারের মাতৃভাব—তিনি মেয়ে সেজে থাক্‌তেন—তিনি যেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখ্‌তে হবে। ভারতে দুই মহাপাপ। মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low. (১) * * ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। * *

বিবেকানন্দ।

(১) তিনি স্ত্রীজাতীর উদ্ধারকর্ত্তা, ইতরসাধারণের উদ্ধারকর্ত্তা উচ্চ নীচ সকলের উদ্ধারকর্ত্তা।

(৬৫)

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তুমি আমার অন্য চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে, আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে খবরের কাগজ-গুলা আমায় বাড়িয়ে তুল্‌ছে, তাতে লোকমধ্যে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফল এখানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এখানে বরং রাতদিন খবরের কাগজে নাম বাজ্‌তে থাকলে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়; সুতরাং যথেষ্ট হয়েছে। এখন এই সকল সভার অনুসরণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা কর। আর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকার নাই। আমি প্রথমে মাতা ঠাকুরাণীর জন্য একটী জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ, মেয়েদের জায়গারই প্রথম দরকার। * * * যদি মার বাড়ীটী প্রথমে ঠিক হয়ে যায় তা হলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবিনে। * * * আমি ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটী পয়সা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়। আস্‌ছে

শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ততদিন তোমরা মিলে-মিশে থাক। *

জগৎ উচ্চ উচ্চ ভাবের (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে তার কথা ধৈর্য্যের সহিত শুন্‌বে, তা যতই অসার হক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না তার কথা শুনবেই না। এইটী মনে রেখ এবং লোকের সহিত সেই মত ব্যবহার করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। তোমার ভাষা পরুষ হলেও তোমার ভালবাসায় ফল হবে। যে কোন ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়। †

ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই, তবে তিনি কি বল্‌তেন, লোককে দেখতে দাও, তুমি জোর করে কি দেখাতে পার?—এইমাত্র আমার objection (আপত্তি)।

লোকে বলুক, আমরা কি বল্‌ব? বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না

* এই প্যারাটি ইংরাজীর অনুবাদ।
† এই প্যারাটী ইংরাজীর অনুবাদ।

পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. (১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect (সবচেয়ে আজকালকার এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র), জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট ; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয় ? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাসদাসদাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামির

---

(১) তাঁহার জীবন একটী অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় আলোকচ্ছটা—সমগ্র ভারতীয় ধর্ম্মভাবরাশির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বেদ ও বেদার্থের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি একজন্মে ভারতের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের সমগ্র কল্পটী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয় এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান্ হউক। তিনি কি নামের দাস? যীশুখৃষ্টকে জেলে মালায় ভগবান্ বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেল্‌লে, বুদ্ধকে বেনে রাখালে তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির (উনবিংশ শতাব্দীর) শেষভাগে ইউনিভারসিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে। * * হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির) দু-দশটা কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি সেই বড় ঘরণী'—এযে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও যে তাঁদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পার? * *

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?

আমার চোখ খুলে যাচ্ছে দিন দিন। দিন দিন সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি। * * *

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো তিনটে ফিল্‌টার তৈয়ার কর না কেন? জল সিদ্ধ করে ফিল্‌টার কর্‌লে কোন ভয় থাকে না। * * দুটো বড় Pasteur's bacteria-proof (জীবাণু-প্রতিষেধক) ফিল্‌টার কিন্‌বে; সেই জলে রান্না, সেই জল খাওয়া—ম্যালেরিয়ার বাপ পালিয়ে যাবে। * * On and on, work, work, work, this is only the beginning. (১)

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

(৬৬)

লাহোর।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭।

কল্যাণীয়াসু—

মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না। প্রথমতঃ কাপ্তেন এবং মিসেস্—

(১) এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর, এইত সবে আরম্ভ।

নামক যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা দেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটী অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই, তজ্জন্য দেরাদুন না যাইলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটী মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোকে বরং পূর্ব্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব; কারণ, রাসমণির মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না!! অতএব আমার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটি বান্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটী স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ-যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। রাজপুতানা ও কাঠিয়াওয়াড় হইয়া আসি-

বার বিশেষ চেষ্টা করিব। তুমি দুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাদের ভুলি না তবে কর্ত্তব্যটা প্রথমেই করা উচিত। কলিকাতায় একটা মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্ব্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই দেরাদুনে চলিলাম—সেথায় দিন সাত থাকিয়া রাজপুতানায়—তথা হইতে কাঠিয়াওয়াড় ইত্যাদি।

সাশীর্ব্বাদং

বিবেকানন্দস্য।

(৬৭)

কল্যাণীয়াসু –

* * কার্য্য শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে যাইব এবং লাহোর অমৃতসরে দুই একটী লেক্‌চার দিয়াই করাচি, গুজরাট, কচ্ছ ইত্যাদি। করাচিতে নিশ্চিত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছ-পালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন

দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়। * * সর্ব্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৮)

আলমোড়া।

২০শে মে, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * কলিকাতা সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এক দুই জন না আইসে দরকার নাই। ক্রমে সকলেই আসিবে। সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দূর যায়। নূতন লোক যাহাতে আসে তার চেষ্টা করাই বিশেষ প্রয়োজন। নূতন নূতন মেম্বর চাই।

য—আছে ভাল। আমি আলমোড়ায় অত্যন্ত গরম হওয়াও ২০ মাইল দূরে এক উত্তম বাগানে আছি, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি?

* * জ্বরভাবটা সব সেরে গেছে। আরও ঠাণ্ডা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই

দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক যে দিনরাত্র নাক জ্বালা করছে ও জিব যেন কাঠের চোকলা। ** এতদিনে আমি মজা করে ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম। খালি খাবার অত্যাচার ফত্যাচার করে কি যা তা বকচ? ** তুমি ও সব মুখ্যু কুখ্যুদের কথা কি শোন? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না—Starch (শ্বেতসার) বলে!! আবার কি খবর—না, ভাত আর রুটী ভেজে খেলে আর starch (শ্বেতসার) থাকে না!!! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা!! আসল কথা আমার পুরণ ধাত আস্‌ছেন। ** এইটী বেশ দেখতে পাচ্চি। এ দেশে এখন এ দেশী রঙ্গ চঙ্গ ব্যামো সব। সেদেশে সেদেশী রঙ্গ চঙ্গ সব। রাত্রির খাওয়াটা মনে করছি খুব light (লঘু) করব, সকালে আর দুপুর বেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল ইত্যাদি। তাইত ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি হে বাপু!!

তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এইত বাতি জ্বল্‌ল, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। ** খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় করা যাক। কিমধিকমিতি।

মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও next meetingকে আমার greeting (সাদর সম্ভাষণ)

দিও ও কহিও যে যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপি আমার আত্মা সেথায়, যেখানে প্রভুর নাম কীর্ত্তন হয়। "যাবৎ তব কথা রাম সঞ্চরিষ্যতি মেদিনীম্" (হনূমান) ইত্যাদি। হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয় সেথায় আমি হাজির। আত্মা সর্ব্বব্যাপী কিনা?

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৯)

আলমোড়া।

২০শে জুন, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম।—ভায়ার কথাবার্ত্তা, তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে সকল শুনিয়া কোনও চিন্তা করিও না। আমি সেরেসুরে গেছি। * *

*

শু—লিখিয়াছে কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি nonsense (অসার জিনিস) ক্লাসে পড়ান? এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistry-র (রসায়নের)

সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অনুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শ—বাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry practical (ফলিত রসায়ন) এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হ—Physics ইত্যাদির উপর। আর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উত্তম Scienti-fic (বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিন্‌বে ও পাঠ করাবে।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

(৭০)

মরী।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম! Unpopular (অপ্রিয়) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) কর্‌তে পার তবেই বলি বাহাদুর। ওখানে পরে কোনও কার্য্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক

নভেম্বরে যে work close (কাজ বন্ধ) হইবে সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় ত চলিয়া আসিবে। Central provinceএ (মধ্য প্রদেশে) অনেক field (কার্য্যের ক্ষেত্র ও সুবিধা) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যত বুঝিয়া বসিতে পারিলেই কাজ হয়। যাহা হউক দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায়, তাহার নাশ নাই—কখনও নহে; কে জানে ঐখানেই পরে সোণা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই।

শরীর সাবধানে রাখিবে।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

([illegible])

মরী।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

কাশ্মীর হইতে গত পরশ্ব সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল।

* * Captain S—বলিতেছেন যে তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসুরীর নিকট বা অন্য কোন central (কেন্দ্রস্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। * * ভাব এই যে খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। দেরাদুন গরমীকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসুরী itself (নিজ মসুরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গড়ওয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাইবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই, নাইবার খাবার জন্য। * * *—বাবুকে আমার আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম দিও।—মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে লেগেছেন দেখ্‌ছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি চেগেছেন দেখে আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠ্‌ল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখ্‌ছি। অলমিতি—ওয়া গুরুকী ফতে—to work! to work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও।) ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৭২)

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

(নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিত)

আলমোড়া।

১৮৯৮।

প্রীতিভাজনেষু—

* * উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রাদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানব সাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে, (কারণ তাহারা কি হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি) কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন, ব্যাবহারিক জীবনে

প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তি হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,—এইমাত্র প্রভেদ।

এইহেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটী সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটীকেই বাছিয়া লইতে পারেন।

আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। * * আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ

আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন। * *

ভগবান্ আপনাকে মানবজাতির সাহায্যের জন্য একটী মহান্ যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

ভবদীয়
বিবেকানন্দ।